রেজিষ্টার নং ৩৫ Registered No 35. রেজিষ্টার নং৩৫

অমৃতবাজার পত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৬॥০, ডাক মাশুল ১॥০, ষাণ্মাসিক ৩৸০, ডাক মাশুল ৸০, ত্রৈমাসিক ২।৵০, ডাক মাশুল ।৵০ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ৮॥০, ডাক মাশুল ১॥০টাকা
বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পঁক্তি; প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৶০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।০আনা।

৭ম ভাগ | কলিকাতাঃ— ২৫ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার, সন ১২৮১ সাল। ইং ১০ ডিশেম্বর ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ। | ৪৪ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

অমরনাথ নাটক।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রণীত। মুল্য ১ এক টাকা মাশুল ৵০ আনা। কলিকাতা ষ্ট্যানহোপ প্রেস ও পটলডাঙ্গার সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। (মা—শে)

কি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ!

নাটক।

এই পুস্তক ঢাকা বাবুর বাজার বাবু কিশোরি লাল রায় চৌধুরি মহাশয়ের বাসায় গ্রন্থকারের নিকট ও এন, কে, চট্টোপাধ্যায়ের ও পেটটুলি রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দোকানে পাওয়া যইবে

B. M. SIRCAR'S ABROMA AUGUSTUM.

বাধক বেদনার মহৌষধ

প্রায় একবার সেবনেই যন্ত্রণা যায় ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে। উক্ত ঔষধ এবং সেবনের নিয়ম ডাক্তার ভুবন মোহন সরকারের নিকট কলিকাতা চোরবাগান মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭ নং ভবনে পাওয়া যায়। মুল্য ৩॥০।

ভূমিওপেথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রথম ভাগ, প্রথম খণ্ড। শ্রীবিহারি লাল ভাদুড়ি প্রণীত। মূল্য ১।০, ডাক মাশুল ৵০। অন্যান্য খণ্ড মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ৩৫ নং ভবনে মূল্য পাঠাইলে পাওয়া যাইবে।

মফস্বল এজেন্সি।

মফস্বলবাসী রাজা, জমিদার, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকদিগের কলিকাতায় যদি কোন দ্রব্য খরিদ করিতে হয় তাহা আমাদিগকে লিখিলে আমরা অতি সত্বর ও স্বল্প মূল্যে তাহা ক্রয় করিয়া যথা স্থানে প্রেরণ করিতে প্রস্তুত আছি। যত টাকার জিনিশ খরিদ হইবে তাহার প্রতি শতকরা আমরা পাঁচ টাকা কমিসন কাটিয়া লইব। অর্ডারের সঙ্গে ২ টাকা পাঠাইতে হইবে। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র নাথ রায় মহাশয়ের বরাবর অর্ডার ও টাকা পাঠাইলে আমরা তাহা প্রাপ্ত হইব। কাহারো কোন পুস্তক কি অন্য কোন বিষয় ছাপাইয়া লইতে হইলে তাহারো বিশেষ সুবিধা করিয়া দিতে পারি।

শ্রীঅনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

কাপড়, পুস্তক, ষ্টেসনারি, ফার্ণিচার ইত্যাদি যত প্রকার দ্রব্য কলিকাতায় পাওয়া যায় তাহা আমরা প্রেরণ করিতে প্রস্তুত আছি। এতদ্ভিন্ন অল্প সুদে যত টাকা হউক কর্জ্জ করিতে হইলে তাহারও যোগাড় করিয়া দিতে পারিব।

সংক্রামক জ্বরের মহৌষধ।

সহস্র সহস্র পরীক্ষা দ্বারা এই ঔষধের গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে। হুগলী ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি সংক্রামক জ্বর প্রপীড়িত জেলায় ইহা বাহুল্য রূপ ব্যবহার হইতেছে। জ্বর, প্লীহা যকৃৎ, শোঁথ প্রভৃতি যে সমস্ত পীড়া মেলেরিয়া বা অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহার দ্বারা জন্মে তাহার বিশেষ প্রতীকারক। মূল্য ২ টাকা মায় ডাকমাশুল।

অর্শরোগের মহৌষধ।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অর্শ এক কালে আরোগ্য হয়। মূল্য ১॥০ টাকা মায়ডাক মাশুল।

টাকরোগের মহৌষধ।

অনেকের বিশ্বাস যে, টাক কখন আরোগ্য হয় না কিন্তু এ ঔষধ ব্যবহার করিলে সে মত অবশ্যই দুর হইবে। মূল্য ১॥০ টাকা মায় ডাকমাশুল।

উক্ত ঔষধ কয়েকটি কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট ৩৪ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বেহারি লাল ভাদুড়ীর নিকট পাওয়া যাইবে

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজা ধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুর অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীচন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মূল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

বহুমূত্র পীড়ার মহৌষধ।

১ মস ববহারোপযুক্ত ঔষধ ও তৈলের মূল্য মায় ডাকমাশুল ১৫ টাকা।

কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় কেশ হীনতা (টাক) দূর ও কেশ অকারণ পক্কতা প্রাপ্ত না হইয়া বিশিষ্ট রূপ বর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ আরোগ্য, মস্তিষ্ক সুশীতল ও চক্ষুর্জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। ইহা অতি মনোহর গন্ধযুক্ত।

মূল্য ১ শিশি ১ ডাকমাশুল ।৵০ আনা

দন্তশোধন চূর্ণ।

ইহা নিয়মিত রূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার দন্ত রোগারোগ্য, দন্তমূল দৃঢ়, মুখের দুর্গন্ধ দুর এবং দন্ত উত্তম শুভ্র বর্ণ হয়।

১ কৌটা ॥০ ডাকমাশুল ।০ আনা

সুধাংশুদ্রব।

ইহা দ্বারা মুখ মণ্ডলের বিকৃত চিহ্ন (অর্থাৎ মেচেতা) ও ব্রণ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। শুষ্কত্বক কোমল ও পরিষ্কার হইয়া মুখশ্রী সমধিক বর্দ্ধিত ও বর্ণের ঔৎকর্ষ সম্পাদিত হয় এবং ছুলি, ঘামাচি, চুলকানি আরোগ্য হয়। উহা সদ্‌গন্ধযুক্ত।

১ শিশি ৸০ ডাকমাশুল ।৵০ আনা

শ্রীবিনোদ লাল সেন গুপ্ত কবিরাজ কর্ম্মাধ্যক্ষ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

বড়দিনের টিকিট।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, যে সকল ব্যক্তি বড় দিনের বন্দোপলক্ষে কিছু দিনের জন্য রেল যোগে ভ্রমণের প্রয়াসী আছেন তাঁহাদিগের সুবিধার্থ আগামী ১৯এ ডিসেম্বর শনিবার হইতে আগামী ১৮৭৫ সালের ৪ঠা জানয়ারি সোমবার পর্য্যন্ত যে কোন দিনে পঞ্চাশ মাইলের অনধিক যে কোন দূরত্বের নিমিত্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাসিক রিটার্ণ টিকিট সিঙ্গল ভাড়ার দেড়গুণ ভাড়ায় দেওয়া যাইবে।

বড়দিনের ট্রেণ।

বড়দিনের দিনে প্যাসেঞ্জার গাড়ি সকল রবিবারের ন্যায় যাতায়ত করিবে।

সিসি: ষ্টিফেন্‌সন।

কলিকাতা, ৩রা ডিসেম্বর, ১৮৭৪।

কর্ম্মখাল।

জেলা মেদিনীপুরের অন্তঃগত এষ্টেট মহনন্দপুরের মধ্যে মহিষাদল রাজ বাটিতে রাজার কুমারদিগকে ইংরাজী পড়াইবার ও রীত নীতি শিক্ষা করাইবার জন্য একজন উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। মাসিক বেতন ১০০ এক শত টাকা। যিনি সাবেক সিনিয়ার এসকলারসিপ হালডার অথবা এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথচ শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া তাহার রীতি নীতিতে বিশেষ পারগ হইয়াছেন এমত সৎ স্বভাব বিশিষ্ট কর্ম্মপ্রার্থিগণের আবেদন সমধিক আদরণীয় হইবে। কর্ম্মার্থিগণ স্ব স্ব প্রশংসা পত্রের অনুলিপি সহ ডিসেম্বর মাসের ২০ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিবেন।

শ্রীকান্তি চন্দ্র দাস
দেওয়ান মহিষাদল রাজ বাটি।

শিক্ষা নবিসের পদ্য।

শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রণীত।

প্রসিদ্ধ ইংরাজ ইংরাজ কবি বায়রণের অনুবাদ ও অনুকরণ। মূল্য ।৵ ডাক মাশুল / আনা। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পাঠ্যোপযোগী এই পুস্তক খান, চুঁচড়া সাধারণী যন্ত্রালয়ে ও কলিকাতা ক্যানিংলাইব্রারিতে প্রাপ্তব্য।

ঋতুবর্ণন।

শ্রীগঙ্গা চরণ সরকার বিরচিত।

মূল্য ॥৵, ডাক মাশুল / আনা।

বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্রগণের পাঠ্যোপযোগী এই পুস্তক খান, চুঁচড়া সাধারণী যন্ত্রালয়ে ও কলিকাতা ক্যানিংলাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

আমরা জেল রিপোর্টের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহাতেই হৃদয় অবসন্ন হয়—আমাদের তাহাতেই চক্ষের জল আসে। কারাগারের নাম করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। কোন দেব মন্দিরে যখন কোন দেবার্চ্চনা হয় তখন মনুষ্যের মুখ শ্রীতে যেরূপ দেব ভাব প্রকাশিত হয়, মনুষ্যকে দেখিলে ঈশ্বরের বিষয় স্মরণ হয়, কোন বিদ্যা মন্দিরে প্রবেশ করিলে যেরূপ মনুষ্যের মানসিক শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, কোন বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠান দেখিলে মনুষ্যের ক্ষমতা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, তেমনি কারাগার দেখা দূরে থাকুক, নাম স্মরণ করিলে হৃদয় অবসন্ন হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, শোণিত শীতল হইয়া যায় ও জড়ীভূত হয়। মনুষ্যের কি ভয়ানক সৃষ্টিই এই কারাগার। ঈশ্বর করুণাময়। ঈশ্বর মনুষ্য হৃদয়ে আবার করুণা খনি রাখিয়া দিয়াছেন। সেই মনুষ্য দ্বারা কারাগার কিরূপে সৃষ্টি হইল ভাবিয়া স্থির করা যায় না। কারাগারের চতুঃসীমা হইতে দয়া ধর্ম্ম দূরে পলায়ন করেন। অতি সুন্দর পুরুষ এখানে প্রবেশ মাত্র হতশ্রী হন, পরমদয়ালু ব্যক্তি প্রবেশ করিলে নিষ্ঠুর হন, ধার্ম্মিক পুরুষ পাপে কলুষিত হন। এখানে দয়া ধর্ম্মে মনুষ্যের হৃদয় তৃপ্ত হয় না। এখানে জিঘাংসা, প্রতিবিধিৎসা, নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয়াচরণে মনুষ্যের মনকে তৃপ্তি করে। এখানে মনুষ্যকে বেত্রাঘাত করিয়া মনুষ্য তৃপ্ত হয়, বেত্রাঘাত দ্বারা রক্ত পাত না হইলে আবার তৃপ্তি হয় না, বেত্রাঘাত দ্বারা আঘাতের দাগ গুলি স্পষ্টরূপে শরীর প্রকাশিত না হইলে তৃপ্তি হয় না, একটি আঘাতের উপর আর একটি আঘাত হইলে একটি আঘাত বৃথা গেল বলিয়া মনে কষ্ট হয় এবং এই কষ্ট নিবারণের নিমিত্ত যে বেত্রাঘাত করে তাহাকে অনেক সময় শাস্তি দেওয়া হয়। বন্দিদিগকে এরূপ জঘন্য পরিচ্ছদ দেওয়া হয় যে তাহাদের অবয়বে আর কিছু মাত্র সৌন্দর্য্য না থাকে, তাহা কারুণিক ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু বলিয়া আর কেহ চিনিতে না পারে। হৃদয়ের সমুদয় মহৎভাব, লজ্জা, অভিমান যাহাতে বিনষ্ট হয় তাহারা এই ভাবে অবস্থিতি করে, এই রূপ কার্য্যে নিযুক্ত হয়, এই রূপ লোকের সঙ্গে বাস করে। সহস্র২ লোকের সম্মুখে উলঙ্গ হইয়া মল পরিত্যাগ করিতে হয়, দণ্ডায়মান অবস্থায়, কখন২ দশ পোনের জন এক পাত্রে মূত্র পরিত্যাগ করিতে হয়। মেথর, মুচি, ডোম, কাওরা ইহারা জেলের কর্ত্তা। উহার পূর্ত্তি করিয়া আহার দেওয়া হয় না, আবার রৌদ্রে বৃষ্টিতে ঝড়ে শীতে অনাবৃত স্থানে বসিয়া আহার করিতে হয়। এরূপ কঠিন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয় যে কিছু অবসার পাইব বলিয়া অনেক সময় ভদ্র লোকে প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত পেষরের কাজ করিতেও স্বীকৃত হয়। কল টানা, ঘানি টানা, পাটের সুত কাটা প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কত শত লোক যে প্রতি বৎসর অকাল মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয় তাহা বলা যায় না। এরূপ অবস্থায় বাস, আবার কঠোর শাসন, ইহাতে কত শত ত্রুটী হইবার সম্ভবনা, এই রূপ ত্রুটী হইলে কয়াদিগণকে আবার বেত্রাঘাত করা হয়। কয়াদিদিগকে টিকটিকিতে প্রথম হস্ত পদ বন্ধন করা হয়। শরীরে আঘাত লাগিলে, মনুষ্য স্বভাবতঃ শরীর সঞ্চালন করে। সঞ্চালন দ্বারা অনেক কষ্ট দূর হয় এবং পাছে এই রূপ শরীর সঞ্চালন দ্বারা যন্ত্রণার কিছু লাঘব হয়, পাছে শরীর সঞ্চালন দ্বারা বেত্রাঘাতের কিছু ব্যঘাত জন্মায় এই নিমিত্ত তাহাদিগকে আষ্টে পৃষ্টে বন্ধন করা হয়; বন্ধন করিয়া ক্রমে বেত্রাঘাত করা হয়, প্রতি বেত্রাঘাতে শরীর হইতে মাংস ছিন্ন হইয়া রক্ত নির্গত হয়, অনেক সময় যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকে অচৈতন্য হইয়া পড়ে, অনেকে ইহ তে প্রাণ ত্যাগ করে। কারাগারের এই রূপ নিষ্ঠুর শাস্তি প্রদান করা হয় এবং হিলী সাহেব রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে গত বৎসর ২৬৪৬৪ জন কয়াদ জেল অপরাধে শাস্তি পাইয়াছে। ইতি পূর্ব্ব বৎসরে ২০০২৬ জন ব্যক্তি ইহার নিমিত্ত শাস্তি পায়, অর্থাৎ গত বৎসর ৬৪৩৮ জন ব্যক্তি অধিক জেলে বেত্রাঘাত কি অন্য রূপে দণ্ডিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কত ব্যক্তি জেল কর্ত্তৃপক্ষগণের বিষ দৃষ্টিতে পতিত হইয়া, কত ব্যক্তি প্রাণ পণ করিয়া পরিশ্রম দ্বারা নির্দ্ধারিত কার্য্য করিতে অপারগ হইয়া, কত ব্যক্তি জেল কর্ম্মচারিগণকে সন্তুষ্ট করিতে অপারগ হইয়া এই রূপ বেত্রাঘাত সহ্য করিয়াছে তাহা কে জানে? ঈশ্বরের রাজ্যে মনুষ্য দিন দিন স্বর্গাভিমুখে ধাবিত হইতেছেন, সেখানে কি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতম বস্তু, তাঁহার প্রিয় পুত্র মনুষ্য চির কাল এই রূপ কষ্ট সহ্য করিবে? অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হউক কিন্তু নিষ্ঠুরাচরণ কেন? জেলের কর্ত্তৃপক্ষদিগের ভদ্র লোকের প্রতি আবার বিশেষ অনুগ্রহ। ঢাকাতে এক জন কর্ত্তৃপক্ষ এক দিন অপরাধী কয়েদিগণকে বেত্রাঘাত ব্যবস্থা করিতেছিলেন। এক জন মুসলমান অপরাধী উপস্থিত হইল, সাহেব তাহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন; এক জন মুচি উপস্থিত হইল, তাহাকে ক্ষমা করিলেন; এক জন চণ্ডাল উপস্থিত হইল তাহাকে ক্ষমা করিলেন; এই রূপ অনেক গুলির পরে এক জন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলেন। সাহেব আনন্দে গদ গদ হইলেন। প্রথম তাহাকে দেখিয়া "তুমি চক্রবর্ত্তী আছ, ব্রাহ্মণ আছ, ঠাকুর প্রণাম," এই রূপে উল্লাস প্রকাশ করিয়া তাহাকে দশ বেত্রাঘাতের আজ্ঞা দিলেন। যশোহরের এক জন মাজিষ্ট্রেট কোন ভদ্র লোক জেলে প্রেরিত হইলে প্রায় তাহার সঙ্গে২ থাকিয়া তাহাকে ঘানি গাছে ঘুরাইতেন। ভদ্র লোকটি যত ঘানি টানিত, তাহার শরীর কষ্ট ও পরিশ্রমে যত অবসন্ন হইত, তত সাহেবের আনন্দ হইত এবং যত দিন ভদ্র লোকটি জীর্ণ শীর্ণ হইয়া না পড়িত, যত দিন তাহার অন্তরে অভিমান, মর্য্যাদা, ভদ্রতার লক্ষণের কণিকা মাত্র থাকিত তত দিন তাহাকে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এই রূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। যত ক্ষণ ভদ্র লোকটি এই রূপ কষ্ট পাইত তত ক্ষণ তিনি আনন্দ সাগরে ভাসিতেন। বাঁকুড়াতে এক জন অতি সম্ভ্রান্ত লোকে মাজিষ্ট্রেট কারাগারে পাঠান। কারাগারে প্রবেশ মাত্র তিনি তাহার মস্তক মুণ্ডন করিবার হুকুম দেন এবং নাপিতকে বলিয়া দেন যেন ক্ষুরের প্রতি টানে তাহার মস্তক রক্তময় হয়। জেলর কর্ত্তৃপক্ষেরা আবার সময়২ এরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করেন যে তাহা মনে করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। যশোহর জেলে এক দিন সন্ধ্যার সময় কয়াদিরা সকলে আহার করিতেছে। এক জন বলিল যে তাহার রুটী কম হইয়াছে। জেলের কর্ত্তৃপক্ষ তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বাবর্চিকে ইহার নিমিত্ত দশ বেতের আজ্ঞা করিলেন। বাবর্চিও তখন আহার করিতে ছিল। তাহার আর আহার হইল না। তাহাকে তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া আনা হইল। সাহেব তাহাকে মারিবার নিমত্ত এরূপ অধীর হইলেন যে তাহাকে টিকটিকিতে বন্ধন করিবার দেরি সহ্য হইল না। এক জনকে তাহার হস্ত ধরিতে বলিলেন এবং আর এক জন দশ বেত মারিল। বাবুর্চি বেত্রাঘাতের যন্ত্রণায় মৃত্তিকায় পতিত হইয়া ছটফট করিতে লাগিল, সাহেব তাহার যন্ত্রণার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া হুকুম দিলেন যে 'তোল্ খাও যাকে।' বাবুর্চি যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে সে সাহেবের কথা শুনিতে পারিল না। তিনি আবার তাহাকে আহারের নিমিত্ত গান করিতে বলিলেন। সে যোড় হস্তে সাহেবকে বিনয় পূর্ব্বক বলিল "ধর্ম্মাবতার, আমি এখন কিছু আহার করিতে পারিব না, আমি একটু সুস্থির হই শেষে আহার করিব।" সাহেব বলিলেন যে সে যদি আহার না করে তবে তাহাকে তিনি আর দশ বেত্র মারিবেন। সে ভয়ে ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং আহার করিতে বসিল। নড়ালের এক জন মাজিষ্ট্রেট এক ব্যক্তিকে কুড়ি বেতের হুকুম প্রদান করেন। বেত্রাঘাত করিবার পূর্ব্বে ডাক্তার সার্টীফিকট প্রয়োজন করে। নড়ালের নেটিব ডাক্তার বলিলেন যে তাহার বিবেচনায় এ ব্যক্তি দশ বেতের অধিক সহ্য করিতে পারিবে না। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ইহা বিশ্বাস করিলেন না। যশোহরের সিবিল সর্জ্জনের নিকট তিনি কয়াদিকে প্রেরণ করিলেন। তিনি ব্যবস্থা করিলেন যে এ ব্যক্তি কুড়ি বেত সহ্য করিতে পারিবে। যখন বেত্রাঘাত করা হয় তখন ডাক্তারদিগের সেখানে উপস্থিত থাকিতে হয়। ডাক্তার সাহেব নড়ালে কয়েদিকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে কুড়ি বেত মারা হইল। বেত দেওয়া হইলে ডাক্তার সাহেব বলিলেন যে এ ব্যক্তি আমাকে অনর্থক কষ্ট দিয়াছে, অতএব ইহাকে আর দশ বেত মারা কর্ত্তব্য। এবং তাহাকে আর দশ বেত মারা হইল। এখন সিবিল সার্জ্জন এবং জেলের কর্ত্তৃপক্ষ যে এক ব্যক্তি তাহা বোধ হয় সকলে জানিয়াছেন। আলিপুরের জেলে কোন কর্ত্তৃপক্ষ এক জন ওহাবিকে কলে কাজ করিতে বলেন। কল আমরা দেখি নাই কিন্তু শুনিয়াছি যে ফরাসী জাতি রক্ত পিপাসায় যখন উন্মত্ত হয় তখন যেমন মনুষ্য বধের নিমিত্ত গ্লটাইনের সৃষ্টি করে এটিও সেইরূপ কোন নির্দ্দয় ব্যক্তি দ্বারা কয়াদিগণকে কষ্ট দেওয়ার নিমিত্ত সৃষ্ট হয়। এই কলে তাহাকে কাজ করিতে বলা হয়। সে বলে তাহার জ্বর হইয়াছে। সাহেব তাহা না শুনিয়া তাহাকে কলে যাইতে বাধ্য করেন। সে কতক ক্ষণ কল ঘুরাইয়া পিপাসাতুর হইয়া জল পানের নিমিত্ত কল হইতে অবতরণ করিল। সাহেব তাহাকে জল পান করিতে দিলেন না, তাহাকে আবার বাধ্য করিয়া কলে পাঠাইলেন। খানিক কাজ করিয়া সে পিপাসায় অধৈর্য্য এবং ব্যাকুল হইয়া নিকটে এক পাত্র জল ছিল তাহা একটী পাত্রে ঢালিয়া লইয়া পান করিবার উদ্যোগ করিল। মুখের নিকট জল লইয়াছে সাহেব ইতি মধ্যে ইহা টের পাইলেন। তিনি বেগে আসিয়া তাহার হস্ত হইতে জল পাত্র লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। সে জল পান করিতে পারিল না। আবার কলে গেল। তখন তাহার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইল তাহা অনায়াসে অনুভব করা যাইতে পারে। তাহার পর দিবা প্রত্যূসে কোথা হইতে সে একটী লোহার গজাল সংগ্রহ করিয়া রাখে এবং সাহেব যে জেলে প্রবেশ করিয়াছেন আর পশ্চাৎ দিক হইতে লৌহ গজাল তাহার পৃষ্টে জোরের সঙ্গে বিদ্ধ করিয়া দিল। সাহেব অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, ওহাবি হস্ত ও পদ প্রহারে সাহেবকে খুন করিল। রাজ-

বিচারে ওহাবির ফাঁশি হইল। এরূপ নিষ্ঠুরাচরণের শত শত উদাহরণ সকলেই অবগত আছেন এবং যে পৃথিবীতে দয়া ধর্ম্মের এখন আধিপত্য সেখানে কি চিরকাল হতভাগা বন্দীগণ এই রূপ কষ্ট সহ্য করিবে? আমেরিকায় একটি বৃহৎ শার্দ্দুলের ন্যায় কুক্কুর দ্বারা এক জন একটী কল চালাইতে ছিলেন। এক জন দয়ালু ব্যক্তির ইহা দেখিয়া মনে ভারি কষ্টের উদয় হইল। সুসভ্য দেশ মাত্রে পশু পক্ষীর প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিলে রাজ দণ্ড হইয়া থাকে। এই দয়ালু ব্যক্তি কল অধিকারীর নামে কুক্কুরের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিতেছে বলিয়া অভিযোগ করিলেন। তাহার ৫০ টাকা জরিমানা হইল। এই মহাপুরুষ আর এক দিন সেই পথ দিয়া যাইবার সময় দেখেন যে কল চলিতেছে। তিনি ভাবিলেন বুঝি যন্ত্রাধিকারী আবার কুক্কুর দ্বারা কল চালইতেছেন কিন্তু কলের নিকট গিয়া দেখিলেন যে সেবার কুক্কুরে কল চালাইতেছে না। যন্ত্রাধিকারী এক জন ফাফ্রি দাস নিযুক্ত করিয়াছেন এবং সেই কল চালাইতেছে। ইনি ইহা দেখিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার মনে কোন কষ্টের উদয় হইল না। পশু-পক্ষীর প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ হইলে তাহারা মনের বেদনা বলিতে পারেনা। এই নিমিত্ত হয় ত দয়ালু ব্যক্তি তাহাদের কষ্টে কাতর হন, কিন্তু বন্দীগণের কি মনের কোন কষ্ট প্রকাশ করিবার শক্তি থাকে? যত দিন পৃথিবী হইতে এই নিষ্ঠুরাচরণ উঠিয়া না যাইবে, যত দিন মনুষ্য জাতি নিশ্চিন্তে এই কষ্ট চক্ষের উপর দেখিবেন, তত দিন জগতের কলঙ্ক থাকিবে। পশু পক্ষীর প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ হইল তাহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত সুসভ্য দেশমাত্রে উদ্যোগ হয়। বন্দীগণ কি পশু হইতেও অধম যে তাহাদের প্রতি কাহারও দয়া হয় না?

গত মাস হইতে ভারতবর্ষে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা প্রথম নানার বন্দী হওয়ার কথা শুনিতে পাই। তাহার পর সংবাদ আইসে যে আমীর তাঁহার পুত্রকে বন্দী করিয়াছেন। তাহার পর সংবাদ আইসে যে বরদার গুইকার তথাকার রেসিডেণ্টকে বিষ পান করাইবার নিমিত্ত যত্ন করেন। আবার অন্য এক সংবাদ আইসে যে নানাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত সিন্ধিয়ার রাজ্যে রাজ বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা ইহা দেখিয়া সশঙ্কিত হই। লর্ড নর্থব্রুক এখনে আসিয়া প্রতিষ্ঠা ভাজন হন। লর্ডমেও এ দেশীয় লোকদিগকে বিস্তর মন বেদনা দেন। তাহার পর ক্যাম্বেল সাহেব আসিয়া আবার আগুণ দ্বিগুণ প্রজ্বলিত করেন। লর্ড নর্থব্রুক সুকৌশলে সেই অগুণ নির্ব্বাণ করেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্য প্রণালীতে আমাদের তত উপকার না হউক কোন অনিষ্ট হয় নাই। ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে আজ কাল যে রূপ সম্বন্ধ তাহাতে আমরা উপকারী কর্ত্তা না পাই, অনিষ্টকারী কর্ত্তা না পাইলে কৃত কৃতার্থ হই। লর্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষের পরম বন্ধু না হউন শত্রু নহেন। যখন এই রূপ গোলযোগ উপস্থিত হয় তখন আমাদের ভয় হয় পাছে এই গোলযোগে লর্ড নর্থব্রুক কর্ত্তৃক এরূপ কাজ হইয়া বসে যাহাতে আমরা মনে কিছু বেদনা পাই। কিন্তু অত্যন্ত সুখের বিষয় যে লর্ড নর্থব্রুক এই গোলযোগে যে রূপ সুকৌশল অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে তাহার প্রতিষ্ঠা আরো উজ্জল হইবার সম্ভাবনা। নানাকে ধৃত করিয়া রক্ত পিপাসু ইংরাজেরা এত দিন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিত। লেও সাহেবের সময় কাউন সাহেব কুকাদগিকে খণ্ড২ করেন। এখন যদি মেও সাহেব গবরণর জেনারেল থাকিতেন তাহা হইলে এত দিন নানা ফাঁসী কাষ্টে লম্বায়মান হইত। কিন্তু লর্ড নর্থব্রুকের সুশাসনে এরূপ অবিচার হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি যত দূর সাধ্য নানার বিচার করাইতেছেন, যাহাতে কোন রূপে তাহার প্রতি কেহ অবিচার না করে তাহাই করিতেছেন। ইহার নিমিত্ত অনেক ইংরাজ তাহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন কিন্তু তিনি ধৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন তাহাতে লোকের দৃঢ় বিশ্বাস যে যদি এ ব্যক্তি প্রকৃত নানা না হয় তবে তাহার প্রতি কোন অত্যাচার করা হইবে না। গুইকরের প্রতি যখন বরদার রেসিডেণ্ট বিষপান করার দোষ অর্পণ করেন তখন অনেকের ভয় হয় যে বিষপান করা সত্য হউক আর মিথ্যা হউক গুইকরের এবার আর নিস্তার নাই। গত বৎসর বরদায় অত্যাচার হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট গুকইরের উপর বিরক্ত হন। আবার কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মী বাইর গর্ভজাত পুত্র লইয়া অনেক গোল হয়। তাহার উপর আবার এই ভয়ানক দোষারোপ। সুতরাং অনেকেই শঙ্কা করেন যে এবার বরদার আর কোন মতে নিস্তার নাই। বিষপান সম্বন্ধে এখন বিচার হয় নাই কিন্তু গবর্ণর জেনারেল বুঝিয়াছেন যে রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেয়ার অনেক গোলের মূল এবং যত দিন কর্ণেল ওখানে থাকিবেন তত দিন সেখানকার গোল মিটিবে না। তিনি এই নিমিত্ত কর্ণেলকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। যদিও অনেকে এখন সন্দেহ করিতেছেন যে বরদার এ বিপদের নিস্তার নাই তথাচ এখন পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনারেল যেরূপ ভাব দেখাইতেছেন তাহাতে অনায়াসে আশা করা যাইতে পারে তাহার প্রতি কোন অবিচার হইবে না। আমীরের সম্বন্ধে তিনি এ পর্য্যন্ত যেরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতেও তিনি সাধারণের নিকট প্রীতির ভাজন হইয়াছেন। তিনি প্রকাশ্যরূপে বলিয়াছেন যে আমীর যে তাহার পুত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন তাহা তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে। এইরূপ রাষ্ট্র হয় যে তিনি আমীরকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে তিনি যাকুব খাঁকে ছাড়িয়া দিন। এ কথাটী বোধ হয় সত্য হইবে না। যাহা হউক আমীরের সম্বন্ধে তিনি রূপ যে রাজ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন তাহা এখন প্রকাশ হয় নাই। তবে আমরা এটি বুঝিতেছি যে কাবুলের সঙ্গে আমাদের কোন যুদ্ধ হইবার আপাতত সম্ভাবনা নাই। এবং লর্ড নর্থব্রুক যেরূপ চতুর ও সুকৌশল সম্পন্ন তাহাতে কাবুল সম্বন্ধে তিনি যাহা করিবেন তাহাতে আমাদের কোন রূপ ক্ষতি হইবেনা এবং ব্রিটিশ খ্যাতি কাঙ্ক্ষিত হইবেনা।

সিন্ধিয়ায় রাজবিদ্রোহের যে জনরব উঠে, এখন শুনা যাইতেছে যে সে মিথ্যা। ডেকন হেরালড এ সম্বাদটি রাষ্ট্র করেন এবং সম্প্রতি অন্যান্য সম্বাদ পত্রে ইহার প্রতিবাদ হইয়াছে।

বোম্বাই গেজেটে আলাহাবাদ হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে মহারাজা সিন্ধিয়া নানাকে বন্দীভূত করিয়া রেজিডেণ্ট কর্ণেল ওসবোর্ণের নিকট উপস্থিত হন। তিনি প্রস্তাব করেন যে যদি গবর্ণমেণ্ট নানাকে হত্যা না করেন তাহা হইলে তিনি তাহাকে তাহার হস্তে অর্পণ করিতে পারেন। রেসিডেণ্ট এই প্রস্তাবে অসম্মত হন। সিন্ধিয়াতে এবং কর্ণেল ওসবোর্ণেতে ইহা লইয়া রাগা রাগি হয়। রেসিডেণ্ট সিন্ধিয়াকে বলেন যে তাঁহাকে অবশ্য নানাকে অর্পণ করিতে হইবে তিনি তাহার সম্বন্ধে কোন রূপ বন্দবস্ত করিবেন না। তিনি সিন্ধিয়াকে ভয় প্রদর্শন করেন যে, যদি তিন ঘণ্টার মধ্যে নানাকে অর্পণ করা না হয়, তবে গবর্ণমেণ্টের সৈন্য তাঁহার লস্কারগণকে আক্রমণ করিবে। রেসিডেণ্ট এই কথা বলিয়া রাজ ভবন পরিত্যাগ করিয়া নিজ বাস স্থান অভিমুখে গমন করিলেন। দুই ঘণ্টা পরে সিন্ধিয়া কর্ণেলকে লিখিলেন যে তিনি নানাকে অর্পণ করিবেন এবং ইহা লিখিয়া প্রকৃত নানাকে গোপন করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে আর এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিলেন। এ স্থানে প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে এই রূপ বিশ্বাস যে প্রকৃত নানা সিন্ধিয়ার নিকট এখনও অবস্থিতি করিতেছে। ইংরাজেরা আমাদিগকে ইহাই বলিয়া ঘৃণা করেন যে, আমরা অনেক কাল্পনিক বিষয় সত্য বলিয়া প্রকাশ করি, কিন্তু নানার ধৃত হওয়ায় ইংরাজেরা আমাদিগকে এ বিষয়ে পরাজিত করিয়াছেন।

পঞ্জাবে যখন যুদ্ধ হয় তখন শিকরা ইংরাজ অধীনস্থ এ দেশীয় সৈন্যদিগের প্রতি কোন রূপ নিষ্ঠুরাচরণ করেন। যত দূর সাধ্য তাহারা গোরা সৈন্যের প্রতি অধিক অস্ত্র চালনা করে। যখন সিপাহী যুদ্ধ হয় তখন সিপাহীগণ দেশীয় লোকের প্রতি অপেক্ষাকৃত নিষ্ঠুরাচরণ করে কিন্তু ইংরাজের নুন খইলে এদেশীয়দিগের আর স্বদেশীয়দিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করা দুষ্কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয় না। শিক সৈন্যরা দেশীয়গণের রক্ত পাত দ্বারা ভারতবর্ষ কলুষিত করিতে পারিল না, কালা সিপাহীরা কিন্তু তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া খণ্ডন করে সিপাহী যুদ্ধের সময় যদিও সিপাহীরা এদেশীয়দিগের প্রতি নিতান্ত বাধ্য হইয়া অত্যাচার করে কিন্তু ইংরাজের পক্ষীয় দেশীয়েরা সুযোগ পাইবা মাত্র তাহাদিগের অনিষ্টের যত্ন পান। এদেশীয়েরা এই রূপ রাজ ভক্ত। তাহারা রাজা পাইলেই স্বদেশ বিদেশের কথা বিস্মৃত হন। আলাহাবাদের বাবু প্যারি মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সিপাহী বিদ্রোহের সময় এইরূপ রাজ ভক্তির দ্বারা বিচলিত হইয়া অনায়াসে স্বদেশীয়গণের প্রতি অস্ত্র সঞ্চালন করেন এবং এদেশীয়গণ ইহার নিমিত্ত প্যারি বাবুকে ঘৃণা করেন নাই। প্রত্যুত তাহার মৃত্যুর নিমিত্ত সকলেই শোকাকুল হইয়াছেন। সম্প্রতি তাহার সম্মানার্থে আলাহাবাদে একটী সভার অধিবেশন হয় এবং সভ্যরা প্যারি বাবুর নাম চির স্মরণীয় করিবার নিমিত্ত কোন রূপ একটী অনুষ্ঠান করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। আমরা এই রূপ রাজ ভক্ত তথাচ রাজ পুরুষেরা আমাদের প্রতি সদয় হন না।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে বর্দ্ধমানের করদাতাগণের প্রার্থনানুসারে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর নূতন মিউনিসিপাল আইন তথায় প্রচলিত করিয়াছেন। এক্ষণ অধিবাসীগণ তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে মিউনিসিপাল কমিসনার নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন। অপর আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, ঢাকার অধিবাসীগণের আবেদন গ্রাহ্য হয় নাই। সম্ভবতঃ ইহারা মাজিষ্ট্রেট সাহেব দ্বারা আবেদন খানি গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ না করায় এই রূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি করায় যে দুটী বালক সেসনে প্রেরিত হয় তাহাদের বিচার গত কল্য হইয়া গিয়াছে। বিচারপতি সম্ভবতঃ অদ্য রায় প্রকাশ করিবেন।

THE GREAT NATIONAL THEATRE.

BEADON STREET PAVILION
Saturday, the 12th December, 1874.
THE HEROIC TRAGI COMEDY
SHOTRU SHUNGHAR
শত্রু সংহার
OR
THE GREAT WAR OF KRUKHETRA

Prices as usual.
BHOOBUN MOHUN NOUGY,
Proprietor.

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA:—FRIDAY, December 10, 1874.

WE regret we could not avail ourselves of the invitation kindly sent to us by Babu Shourendra Mohun Tagore and enjoy the grand entertainment at the Normal School Hall. We are exceedingly gratified to learn that Babu Shourendra Mohan has at last succeeded in convincing the Europeans that quarters do exist in the Hindoo Music and can be appreciated by the human ear. This is a great point gained.

THE CIVIL APPEALS BILL.—The Government of Lord Northbrook is courteous and condescending. The manner in which the Hon'ble mover of the Bill, Mr. Hobhouse, meets the objections raised against it, disarms opposition. There are men who think it impolitic. To deal courteously with the people of this country; to them it is a sin to look at a native with a smooth brow. Every word to a native must come with a frown and an expression which impresses with the idea that "to hear is to obey and tremble." They think that a blood-shot eye, a frowning brow, and haughty demeanour can alone keep the *prestige* of the British Indian Government. But does such a treatment secure the good will of the governed? Aye, that is the question. But the Government of Lord Northbrook, not less firm than its predecessors, holds the view that nobody loses by condescension. That, to use a Bengallee expression, "we shall do what we shall do," what is the harm if we do it with a smiling face? What is the harm if we persuade the people to believe that what we are doing is for their good? What is the harm if we argue the case with those whom it concerns; we shall do what we shall do! Lord Northbrook's policy has at least one merit, it disarms opposition and gives satisfaction without cost, to the people. The eastern poets say that there is nothing so bitter as words and there is nothing so sweet as words: and withal how cheap!

See how he replies to objections raised against his Bill. He begins thus:—

"I have already stated that in my opinion the memorialists have fallen into some errors. But I should add that their language is temperate and their arguments perfectly fair and straightforward. As for mistakes, if I succeed in showing that there are such, I repeat that the subject is one of much complication and difficulty. I have had to go over it several times, yet often find myself falling into mistakes about it; and it is not surprising if others who are going over it for the first time should make some too."

As the Hon'ble mover proceeds in his discourse he gets warm and more and more courteous, and at last regrets that his opponents are not there, to meet him face to face and reply him. After all never was a law member in the annals of British Indian legislation so willing to give a fair play to all. He said:—

"I have now gone through what strike me as the principal topics relied on in these memorials. There are of course other matters mentioned, but they are minor ones. I hope I have read such passages as give to the Council a fair account of the arguments employed. I have necessarily abbreviated much, but have tried not to garble or misrepresent. If unfortunately I should have done so, these gentlemen are not here to reply upon me,—I wish they were, but we have resolved that their memorials shall be published together with the Bill and our report. The memorials then will receive the same publicity as my remarks; all people may read for themselves; and so my bane and their antidote will go together. If however I have rightly represented the gist of the memorials, then I think I have shown that they do not quite appreciate the contents of this Bill or its relations to the existing law, and they do exaggerate the mischiefs to be apprehended from it. And I would put it to the memorialists, whether, under the light of my remarks, and considering the alterations made in the direction they desire, they are not satisfied to take the reform which everybody advocates, namely, the opening to second appeal of questions of fact, coupled with the other alterations about which controversy exists."

Mr. Hobhouse cracks some good jokes at the expence of the Rajshye and British Indian Associations. We wish the Bill were altogether a matter of joke which unfortunately it is not. Very few people know it, even among those whom it chiefly concerns, what vast changes the Bill if carried into law, will effect in the administration of civil justice in this country; but of that by and by. Both the Associations have taken some pains to prove that the Bengallees are not litigious as is supposed in some quarters and that in England the guarantees of justice are far greater than in this country. The first point Mr. Hobhouse meets thus:—

"Whatever may have been said at different times about an exceptionally litigious spirit in the Bengallees, the reasons for this measure stand as I put them, and are quite independent of any opinion about the existence of such a spirit. And as regards my own proper self, I have not only not rested the case on any such opinion, but having seen such an opinion expressed in several of the papers before Government, I have carefully abstained from saying a word about it. I have so abstained for two reasons. First, I have a lawyer's weak fondness for evidence, and have not found sufficient proof of the fact: indeed, according to my experience, human nature in Bengal seems exceedingly like human nature elsewhere. And secondly, if I were convinced of the fact, I should be slow to draw the supposed inference from it. I should doubt whether it was wise to frame institutions with the view of running directly counter to the spirit of the people in such a matter as this. And I am glad to find that, according to the evidence of these Associations, there is no unreasonable passion for litigation in the people of Bengal, but that they are likely to be satisfied with a reasonable amount of judicial power to settle their disputes."

As to the second point, that the guarantees of justice are greater in England than in this country, Mr. Hobhouse studiously avoids it. Indeed the whole question hangs upon this single point. Whether or not the Bill if carried out will arrest the course of justice, nobody denies that if we could without hurting the cause of justice limit the lattitude of appeals it would be a real boon to the country. The memorialists urge this point with great force. They say that "you do not improve the courts but you limiit the latitude of appeals; first improve the courts and then you will have some grounds to introduce the measure." The Rajshye memorialists loudly complain against the defective constitution of the muffosil courts; they say "but if no attempt be made to improve the constitution of our muffusil courts, they greatly fear that it would be making things worse to reduce appeals to the High Court, as it is proposed in the Bill." The British Indian Association is still more strong on this point. The memorialists say: "that if the Courts in this muffosil were so constituted as to command the confidence of the people, they would be the first to hail the abolition of the present system of double appeals." They explain themselves why the muffosil courts do not command confidence thus.

"But unfortunately the constitution of the Mofussil Courts is not such as to render the proposed arrangement an efficient aid to justice. Your memorialists feel a peculiar pleasure in testifying to the superior qualifications of the present class of Munsifs, who possess both a liberal and professional education, and they believe that the Judges of the District Courts as a body discharge their duties conscientiously. But they cannot at the same time deny that many of the present Munsifs, being younger men than those who preceded them, lack that experience and knowledge of the world which are so essential for a thorough and satisfactory sifting of disputes between man and man, and that the appellate Judges under the new system of 'parallel promotion' are much younger than their predecessors, and generally devoid of professional education and training so necessary in a Judge. It is observable that the class of officers who are raised to the District Bench have rarely an opportunity of acquiring an experience in the administration of civil law and understanding the tangled web of real property in all its ramifications in this country till they are drafted to the judicial service proper, and then they are at once armed with full powers. They begin their judicial career as Assistant Magistrates, and the only opportunity they possessed of acquainting themselves with the working of the civil laws has been withdrawn by the transfer of the rent-suits from the Revenue Courts to the Civil Courts. It may therefore be well imagined whether it will be conducive to the interests of justice to give a finality to their decisions which are in concurrence with those of the lower Courts. With that honourable frankness which so eminently distinguishes the rulers of this country the members of the covenanted service themselves admit the grave deficiencies of its judicial branch, so much so that some of them have not hesitated to record officially that the District Judges in the knowledge of law and evidence are being fast surpassed by the Indian law graduates who now fill the Bench and the Bar. It is therefore eminently worthy of the consideration of your Excellency in Council whether the powers of the first Courts of appeal so constituted should be increased without effecting the antecedent improvement in their constitution so much dasiderated on all sides. Without that improvement your memorialists fear justice may not unoften miscarry in consequence of the inefficiency or weakness of those Courts. The argument about giving finality to the judgment of the first appellate Court when it substantially affirms that of the lower Court doubtless rests upon the assumption that the former is properly constituted, strong, and efficient; but, as observed above, this proposition is denied by the covenanted officers themselves, and it would be scarcely reasonable to expect that the High Court, either by the exercise of its general power of supervision or of the discretion vested in it by section 6, would be able to correct its radical defects."

And what has Mr. Hobhouse to reply to the above? He admits the force of the argument, he admits also that the Muffosil courts are defective, he admits all these, and then in despair informs the people that he does not know to improve them. He then goes on to shew how difficult it is to improve the courts, and that to propose a reformation is one thing and to carry it out is another thing. Well, we admit that there are great difficulties in the way but it is no reply to the people who demand that "first improve the lower courts and then check appeals." You cannot dispose of this question by frankly admitting that you cannot improve the muffosil courts for then the people would tell you "why do you then check appeals when you cannot improve the muffosil courts?" Mr. Hobhouse should not forget this *one* point upon which hangs the whole question. To the argument of the British Indian Association that our Zillah Judges recive no legal training whatever in civil suits, Mr. Hobhouse attempts no reply. He speaks in general terms, that they are a very good sort of honest and industrious men. That they are we admit, and many coolies are, but industry and honesty are not sufficient to make a good Judge.

ANOTHER INSTANCE OF INJUSTICE.—It is an old story that we are going to relate, nevertheless it was hitherto enveloped in darkness, or known only to those few who had an immediate interest in it. The attention of the public has been however drawn to the subject by a Memorial in the shape of a book, a copy of which has been lying before us sometime since. The student in the history of Indian events will remember how wise English politicians sowed dissensions amongst the brave Maharattah chiefs, and how, after the extinction of the Peswah rule, the British Government annexed the Mahrattah Empire yielding crores of rupees, leaving only a small territory known as the kingdom of Sattara to Maharajah Protap Sing, the descendant of Sevajee. The East India Company made a treaty of perpetual friendship and alliance with the Maharajah in 1819, and subsequently renewed it with his brother Maharajah Appa Shaib when the latter ascended the guddee in 1839. By the terms of both these engagements the sovereign rights in the state were to be permanantly exercised by the reigning prince his *Furzund*—that is an issue of his body or in default of whom by his heirs, and the treaty was "to last so long as the sun and moon endure." There was also the provision in the treaty itself that if there was none to succeed to the sovereiguty, then the servants were to enjoy the sovereign rights. The British Government solemnly promised to abide by this treaty as long as there were earth and heaven, it was signed by Hastings and ratified by Lord Aukland. On what flimsy pretence this sacred engagement was broken we shall presently shew. Maharajah Appa Shaib was a staunch advocate of the Company's Government and one of their best friends. He faithfully performed all the terms of the treaty and the Company had no cause of being dissatisfied with him. When he began to grow old he became anxious for an heir. He repeatedly solicited permission of the British Government to adopt a son but was refused. At last on his death-bed, in the presence of the English Resident of Sattara, he adopted a son and permitted his eldest Ranee to make another adoption should his adopted son die without issue. The Rajah died in 1848 and his eldest Ranee had scarcely recovered from the shock when she was alarmed to hear that the unfortunate sovereignty of Sattara was made the first victim to the infamous annexation policy of 1848-57. It is well known that the seed of this policy was first sown and nourished with great care by the Earl of Dalhousie, and the Court of Directors gladly tasted its first fruit in the absorption of this Maharatta principality. There were however some wise and far-seeing men in England who knew that the fruit of which

Moffusil Hakims sought his favour by op[illegible]

INDIAN PUBLIC OPINION.

MEARES' MYSTERY UNMASKED.

(From the Amirita Bazar Patrika.)

THERE are certain points in connection with the Mearese affair which require some explanation. Though the entire native community and the higher classes of Europeans believe in the guilt of Mr. Meares, there are others who honestly believe that he was unjustly punished. To them and to the public we shall give today the real facts of the case as elicited by a careful and local inquiry. The facts related below may be entirely relied upon as correct in all the main features; and now that popular excitement has subsided, it is but proper that the public should at last know every mystery in connection with this important case. The first question that arises in one's mind is whether Meares was guilty and whether three English gentlemen, *viz.*, Meares, Glascott and Shirreff told a falsehood on oath. Both Mr. Smith and the High Court Judges felt it difficult to reconcile the statements of Panchu and Messrs. Glascott and Mears. Mr. Smith made an unsuccessful attempt to reconcile the statements, but the High Court thought it impossible that the statement could be reconciled and believed the statement of Panchoo and disbelieved that of Meares, Glascott, and Shirreff. Panchoo said that he was beaten at about 5 o'clock by Mr. Meares at Katlamaree Factory, while Messrs. Glascott and Meares deposed that they had seen Gerald Meares at about dusk of the same day at Lokenathpore, which is 24 miles distant from Katlamaree. As no Railway connects the two places it is impossible to believe the two statements. Then the affidavit of Mr. Shirreff, the richest planter of the place and the master of Mr. Meares, makes the mystery still more mysterious. He deposed on oath that at about 3 o'clock the same day his man came with a letter to Mr. Meares but was told that the shaheb had already proceeded towards Lokenathpore. So it would appear from the affidavit of Mr. Shirreff, that Mr. Meares had left Katlamaree before 3 o'clock while Panchoo stated that Mr. Meares was at Katlamaree at about 5 o'clock. Here however follow the facts, which though not found in the records, are what really occurred

Gerald Meares was but a new comer in Katlamaree and the idea never entered into his mind that the beating of a native and that native only a dak-peon is anything but a good joke. But Panchu was the tenant of not a Bengallee Zemindar but a European planter, Mr. Tweedie, and Mr. Tweedie did not very well agree with Mr. Shirreff. The fact was known and Panchoo expecting the support of his land-lord, brought a charge of assault against the Shaheb of Katlamaree whom he could not name, as the man was a new comer and his name was not known in that quarter. This was the first assault, the particulars of which must be known to our readers in which Panchoo had an altercation with Mr. Meares' syce and in which Mr. Meares made a most cowardly assault upon Panchoo. As Panchoo had no witnesses and as he could not name the Shaheb, the case was not proceeded against Mr. Meares. Mr. Meares was very much surprized when the case was brought against him, but when it was not proceeded against him, he thought there was an end of the thing. But the case came across the lynx eyes of the district Magistrate, Mr. Smith, and he asked the permission of the High Court to take it up again. That permission was granted, and Mr. Smith summoned both the plaintiff and defendent to his head quarters at Jessore. Mr. Meares found that Mr. Smith was not as friendly disposed towards him as Magistrates generally are towards planters and he sought Panchoo and offered to compromise the matter with him. Panchoo a poor man readily accepted the offer and it was agreed to between the parties that Panchoo must not appear against Mr. Meares and shall receive twenty Rupees as compensation. Five Rupees was paid down and the rest was promised to be paid after the case was over and as Panchoo did not appear when called by the Court peons his case was dismissed. As soon as his case was dismissed Panchoo came forward but the Magistrate informed him that his case was dismissed on account of his non-appearance. So Panchoo and Mr. Meares left the court very well satisfied with each other. Mr. Meares was all smiles before Panchoo but really he was furious and sought an opportunity to give Panchoo and the people of his quarter a terrible lesson to convince them, that it is not a light affair to provoke an Anglo-Saxon. But little did Mr. Meares know the character of the man who ruled the district of Jessore. Mr. Meares however laid a deep scheme. He was afraid of Mr. Smith, but he was determined to have his revenge, and so he made the following preparations. The day previous he wrote to Mr. Shirreff for premission to go to Lokenathpore. The following day a man appeared from Mr. Shirreff with the necessary permission at 3 o' clock, but a word was sent to him that Mr. Meares was already gone, though in fact he was still in the factory. Panchoo was sent for to take the rest of the money promised to him, and Panchoo was found by the man going to his father-in-law's. Panchoo was informed that Mr. Meares had sent for him to take the remaining 15 rupees. He readily followed the man. As soon as Panchoo arrived, he was roughly handled and there commenced a most brutal assault, so that at last Panchoo, the beating was so severe, lost his senses. It was between 4 and 5 and Mr. Meares' horse was ready saddled. Then there was a run for Lokenathpore which place he managed to reach just at dusk. It is true that Lokenathpore is 24 miles from Katlamaree, but there is a shorter route *via* Kharagoda and which route Mr. Meares took and which reduces the distance to 16 miles only. The day was cloudy and Panchoo could not exactly tell at what hour he was beaten. He said he was beaten at 5 o'clock and Mr. Meares was seen at Lokenathpore at about dusk. It must be borne in mind that the days were longest then and the dusk might have been at 7 half o'clock. Perhaps Panchoo was beaten a little earlier for the day was cloudy and he might have made a mistake in his observations, but it is not necessary to make that supposition. Sixteen miles ride in 2 half hours is but an every day occurrence, and Mr. Meares had an object to ride hard, as hard as he could.

Then there remains another fact to be explained. Why it was that Mr. Smith punished Mr. Meares with imprisonment? He might have fined him or fined him heavily as other Magistrates usually do; but why did he go the length of punishing him with imprisonment with hard labor? An Englishman has that privilege, he may commit a grave offence but he is not to be sent to Jail. Now the thing is, in Mr. Smith's estimation the offence committed by Meares was grave indeed. To hurt a man and that so seriously because he had the audacity to seek the protection of the Court to his thinking required an exemplary punishment. Then he saw how powerless he was in the District. His subordinates conspired against him. His watch dog betrayed him, his right hand man was led by the nose by his watch dog and so many obstacles were thrown in his way by his own men, that he felt how powerful the planters were for doing mischief. So he resolved upon an exemplary punishment. Though Mr. Meares was worshipped for a time as a martyr, he was not a man of a very amiable temper. His temper was not agreeable, he was imperious and defiant. He defied Mr. Smith and spoke impertinently, and it was clear he was not in the least afraid of the Executive, and so Mr. Smith came to the conclu[illegible]n that such men require a good lesson to [illegible]ake them f[illegible] and obey the law. But the yet to be told. Mr. Shirreff is a rich man and can afford to spend large sums. He tried his best to save his servant. But the most remarkable thing that he did was to place ten money bags in the Court, each bag containing thousand Rupees. It was a most insulting defiance to Mr. Smith. It never occurred to Messrs Shirreff and Meares that Mr. Smith would go the length of sending the latter to Jail. A fine they expected, and they placed the money bags in the Court to shew that they were quite prepared to pay any fine what the Magistrate might inflict. This action on the part of the planters decided the fate of Mr Meares. Fine was to them then no punishment, and he could fine only thousand Rupees, a severe punishment was absolutely necessary. A man with the least self-respect and sense of justice could have not done otherwise than what Mr. Smith did. In short there was no other way left him but to send Mr. Meares to Jail. So the last scene of this great drama which has elevated the character of Englishman in our estimation and emancipated a large portion of our indigo ryots.

ARE WE GETTING HAPPIER !

(From the Sahachar.)

Happiness is the main object and the moving spring of our actions through life. The whole of our existence is one continued struggle for its attainment. People differ as to the sources of it. Some plan their happiness on the acquisition of wealth; others on the peformance of acts of virtue or acts tending to the reformation of the society they live in; some in anenging injuries, others again in a placed discharge of domestic duties and a few in denotional exercises. But all these avenues of happiness are being fast closed against us. The acquisition of virtue, the avenging of insults, the reformation of the social order, the attainment of earthly prosperity and even the devotional exercises depend, mediately or immediately, on wealth. Now the means for acquiring this commodity cannot be the same with all persons in a society. They must in the nature of things vary according to the capacities of the individuals composing it. This r c ssitates a division of the members of a community into such orders or classes as the farmers, blacksmiths, potters, oilmen, merchants, goldsmiths, barbers, carpenters, washermen, fishermen, weavers, confectioners, priests and disciples, all dependent on each other and bringing together their strength and intelligence in common stock. During the reign of ou Hindu, kings' our society was bound by such efficient social laws that no member of any community had to undergo any trouble for a livelihood. Every person in those days was able, without much difficulty, to support his own family and to conduct himself in a manner, befitting his own status in life. Then no one had to be driver about from place to place, as at present, for his daily bread, dishnored at each step. All were then useful members of society and no one was a burden on his neighbour. It mattered little whether the several members of a family lived together or separate, as the outward circumstances in which men were then placed were not so unfavorable as at present. The living in commensality was never a disadvantage but on the contrary an advantage in those days. But times are altered, and what man, seeing the present state of things, will not think that if this continues it will bring about such a revolution of social order as will end in the total annihilation of the Hindu race.

If we compare our present with our past condition, we will find that our ancestors were much better off than ourselves. The emoluments of our present professions are but trifles compared with those of our former employments. All our national professions have been ruined and on the other hand, the prices of all things indispensable for the preservation of life have risen so considerably that a family, which in former days' could have lived comfortably with an income of Rs. 10 can now scarcely be supported with thrice that sum. Then our rulers treat us with a degree of coldness which surprises us. They protect the English merchants with a care which is truly paternal. They are always ready to grant them any indulgence they choose to ask of them. But they never condescend to throw away a glance in our interests. They are utterly blind to them and the foreign merchants are making such good use of their opportunities and their mills that they are pressing out all the juice from the sugar cane in our hands and leaving us the reeds to serve as fuels for burning our social orders. The vocation of our cotton weavers is gone. The same is the case with oursmiths and other artisans all of whom are fast disappearing. All Shastras declare with one voice that the sins of king bring misery on the kingdom. The first duty of a Government is kindness to the governed. A ruler who is not alive to this obligation is not fit for his position.. The principal officers of the state pretend to look after the interests of its subjects and feel pleasure in being called subject-loving. If there is any famine in the land our rulers would spend money without stint—money collected from the Indian people. When there is an epidemic in the land our rulers would not hesitate to render easy the exit of the poor wretch of a subject, who is about to pass away after years of suffering with a few grains of quinine. We should be charged with ingratitude, if we do not acknowledge these benefits which our "liberal" Government confers on us. We are only sorry that it is not alive to our more substantial interests. We live under the protection of the enlightened British nation. Our fields are crowned with plenty. We ask why, why are we then so poor? Does the Government really think of our welfare? Certainly not. If it did, it would not have left many a deserving Bengali to vegetate in low ranks of Keranidom without offering them those prize appointments at the disposal of the state. If it did, it would not have placed the commerce of the entire country in the hands of some foreign monopolists, leaving us to content ourselves with cultivating our own lands and opening grocery shops. If it did, it would have taught us manufactures, which would have enabled each individaul to earn his own livelihood instead of making many, as the present system of Kerani training does make them, depend upon the exertions of one for subsistence. It is much to be regretted that while our own country produces cotton in such abundance, we can't do without those supplies of piece goods which we receive from England. Our wealthy countrymen rest content with investing their money in Government Securities without launching them in manufacturing ventures. But the number of rich men in our country is unfortunately very limited and were any of them otherwise disposed, he would have found little encouragement and assistance in these important matters from Government which have never thought fit to instruct them in them. Under these circumstanes, can we hope for happiness ?

CLASS AGAINST CLASS.

(From the Hindu Hitosihini.)

OUR Bengal ryots were much favored by Sir George Campbell. The indulgence shown to the tenantry by His Honor's Government was perhaps the chief cause of the Pubna riots. The Zemindars were a great thorn in the sight of the Ex-Go[illegible] dars. The Hakims winked at the crimes committed by ryots. These latter pillaged and burned houses but met with no adequate punishment. But any ill treatment of the lower orders by the Zemindars was sure to bring a tenfold punishment upon them. The ryots are still refractory in many parts of the country. The Zemindars have to pay the Road-cess to Government; to make up for this they levy from their tenants a tax of 3 pie in the Rupee. The tenants do not believe that the Zemindars have to pay the Road-cess; consequently the latter are obliged to compell payments of the tax by recourse to law. Notwithstanding this perverseness on the part of the ryots our Zemindars are not unfrequently charged with oppression; at the same time we must acknowledge that all Zemindars are not good angels. There are many who oppress their tenants. But there are good men also among them. During the late famine many of our Zemindars strove to save their tenants from starvation; still their reputation as a class is often sullied by false charges of oppression and the like. The lower classes of Bengal have now-a-days become very contumacious. They wish to throw off the yoke of the Zemindars. In former days there was sympathy between the Zemindars and their tenants, though the former sometimes extorted illegal cesses from them. The short-sighted policy of our late Lieutenant Governor has caused this revolution of feeling between the Zemindar and his tenant. To our Zemindars it will take years to recover the shock into which Sir George has thrown them. The great object which Sir George had in view was to kindle in the heart of every Bengal ryot a desire to be on an equal footing with the educated classes. For this, he tried to abolish high education, he abolished the Barhampur and other colleges and established *pathsalas* for the education of the masses. But Sir George carried his levelling policy too far and therefore his plans have proved abortive but the evil seeds sown by him have not been entirely swept away. No measures have yet been taken for their effectual extermination. In the pathsalas established by Sir George, the lower classes learn only to read and write. On leaving school they do not take to the cultivation of their lands. They think themselves in all respects the equals of the educated classes and think it a mean thing to cultivate their lands. We would not here enter into the other evils which have sprung up from the levelling policy of Sir George. Thoughtful men can well imagine their effects. His Honor may not have supposed that these evils should flow from the action taken by him with regard to the Bengal ryots. Now that he has repaired to his Highland home and his mind disabused of all local prejudices, percieves the effects of his Bengal administration. We may expect some good if after all Sir George confesses to the English public the secrets of his education policy.

THE MINORS UNDER THE COURT OF WARDS.

(From the Shomprokash.)

SIR R. TEMPLE suggests means as to the best way of disposing the surplus-money of the Minors' estates, which becomes accumulated in the hands of Government. He observes that if the excess amount be applied to the enlargement of the estates of the minors, the sympathy between the landlords and tenants disappears because the zemindars and ryots do not then often come across each other. Secondly if the surplus amount be allowed to be accumulated in cash or be applied to the purchase of Government securities, which might be easily changed into cash, the young men, surrounded as they are, on their coming of age, by persons seeking pleasure and interest, will squander it away. The Lieutenant Governor therefore desires that large amounts of money may not fall into the hands of the minors on their coming of age. The money saved may be employed for the improvement of the estate such as digging wells, tanks and irrigation canals, erecting roads, reclaiming waste lands &c., or for the improvement of the tenants, such as establishment of schools, dispensaries &c.

But in our opinion the Government goes beyond its province in directing the disposal of the surplus-money of the minors in the way it has done. Those who are under the protection of Government are ignorant of tho best way of spending their money. Consequently the money is going to be spent at the discretion of those who have taken upon themselves the control of the minor's property. But what guarantee is ther that these minors on coming of age will be satisfied with the ways in which their monies have been spent? Under these circumstances the best way to do with the surplus-money is to allow it grow accmulated in the hands of Government.

BENGAL AND ITS LIEUTENANT GOVERNORS.

(From the same.)

MANY a hero have performed many a heroic deed in other parts of India. But the Bengalis have never been able to display such heroism. Bengal wants the good grace of providence. He has cursed Bengal with such a climate and the people live under such unwholesome food, that there is no probability of the Bengalis ever to display heroism. But the Lieutenant Governors of Bengal have removed this want of the country. A Lieutenant Governor retires leaving his trophies and heroic deeds behind him. His successor displays his heroism by upsetting almost all the measures of his predecessor and creating new ones in their stead.

STATE OF THE COUNTRY.

(From the Dacca Prokas.)

A view of the present state of Bengal is highly disheartening. Some sort of canker preys on the society and corrupts its very vitality. The zeminders groan under the weight of their debts. A changein the state of affairs produces a change in their style of living. Western civilization introduced new luxuries and a zemindar of the present day finds himself compelled to be extravagant. Government screws out money in different ways. The former zemindars were placed in a better condition, because there were not so many causes at work to drain their purse. The merchant class fare no better. They confine themselves to in-land trade and want of capital is a check to their prosperity. Foreign merchants supply our wants and, in a political point of view, their gain is a loss to the country. The present service-holders are no better than a class of slaves. During the reign of the Mohomedans the natives held the highest posts under Government, but at present, most of them drudge on as petty clerks. The artizens and manufacturers are, in a manner, ruined due to the measures of Government and wealth of England. The condition of the cultivating classes has not improved. True it is, the price of the produce from lands has risen but who dares to assert that the ryots have prospered thereby? Prices of produce have risen, but there is not a single ryot to be found, who is not in debt.

HOW OUR MONEY IS SPENT.

(From the Bengalee.)

SYDNEY Smith calls the British Government the most extravagant Government in the world. Is there a rock in the Mediterranean? England occupies it, appoints a Governor whose salary swallows up the revenue of the little Colony, a bishop whose office is a sinecure and who must be paid by the British tax-payer, a number of pastors without a flock, and a naval establishment with nothing to defend, and nothing to do.

If England were always prodigal with her own money, we should have every little cause for regret; but the most narrow minded of British patriots must admit the unfairness of the richest country in the world making the poorest of her dependencies pay for her extravagance. What on earth had we to do with Abyssinnia? What was it to us if half a dozen wrong-headed Englishmen offended a barbarous potentate and paid the penalty of their rashness? For the assertion of a false prestige, England has made us pay a considerable part of the expense of the Abyssinian War. Abysinnia is in the East, and for everything done in the East, India must pay; such is the dictum of British statesmen. We had to pay fo the China war—one of the most infamous of all wars—a war undertaken for forcing on a population of 300,000,000 the consumption of a deleterious drug, and we had to share the infamy besides paying the expense.

Not content with making an unjust war with China with our money, Government has saddled us with the expense of the Panthay Mission——the mission of a people who have rebelled against their lawful sovereign, the Chinese Emperor, who is an ally of the United Kingdom and against whom assistance is sought by the rebel mirsion. What has India to do with the Panthays? Why had we to pay for the ball in honour of the Sultan of Turkey? Turkey is in the East *i. e.* East of England, and some Indian Mahomedans believe him to be the defender of their faith. On a flimsy pretext like this we have been swindled out of a lac of rupees.

One of the most startling revelations made by the evidence taken before the Select Committee on Indian Finance is that we are still paying what are called the Saint Helena pensions. What these pensions are, we have been unable to ascertain correctly. Napoleon invaded Egypt and intended to invade India. Are we not therefore bound to provide for the families of those officers who guarded him in his confinement in St. Helena? In the absence of precise information, such is the only explanation we can give with regard to the nature of these pensions.

We have to pay enormous sums for the present system of recruiting by the War Office. When the East Indian Company had a recruiting depot of its own, a recruit cost only £42 with outfit; the present cost is £82. The War Office makes the Indian Exchequer pay what should in part at least be paid by the British Exchequer. As Major General Sir T. T. Pears stated in his evidence, "The War Office and the India Office look upon the question from entirely different points of view. It is the duty of the members of the War Office to relieve the finances of their department as much as they can, and it is our duty to protect ours......A soldier is the only commodity for which we have no open market. The War Office have a monopoly and we go to them for a soldier. They make certain arrangements to supply this soldier. They say to us, 'A soldier costs us so-and-so under these circumstances and you must pay for him at that price,' whereas *if we were left to ourselves we could get the soldier much cheaper.* But we cannot interfere with their arrangement or combat their views of military administration. And that is the case with regard to recruits. We have said to them, 'If you would only have such depots as the East India Company had for Indian regiments, you might furnish recruits at a much lower cost.' But they say, 'That does not suit our policy of military administration: we must have depot companies all over the country, and the expense of a large portion of those companies must be borne by India.'"

And so the Indian tax-payer is sacrificed to the British policy of military administration.

ENGLISH CAPITALISTS AND INDIAN FINANCES.

(From the Native Opinion.

MR. ELLIOT, who lived for many years in Mysore and carried on the business of a planter has written a work called "the Experiences of a planter in the Jungles of Mysore" meaning his experience of the people amidst whom his lot was cast. No one can rise from a persual of this work without feeling that the natives of India are as much men as the natives of any other country, that when dealt with as such they do not fail to exhibit the social or individual virtues which are claimed or found to exist elsewhere and that those Europeans who complain of the want of gratitude or of any other good quality among our countrymen have, it may be more than suspected, done nothing to evoke it or rather have done very much to deserve the contrary. Mr. Elliot came from England, settled among the people, cultivated with them, lent to and borrowed from them, and altogether acted as one of them without in any way sacrificing his instincts or his habits as an Englishman, and yet he records his experiencs of them just as he would do of his own countrymen. This portion of his work ought to afford a valuable lesson to self-styled critics among those of our European contemporaries who affect to perceive in the natives of India, from amidst whom they are to make their living, only "niggers."

We wish however to refer here to Mr. Elliot's opinons on financial matters. Mixing intimately as he did with the people, he took a correct measure of their means as of their manners and the inadequacy of these to meet the ravenous demands made on them by the British Indian administration, and accordingly he has come to the conclusion that the Financial is the chief difficulty of the Government of India so far as what may be called their home policy is concerned. Here again we think Mr. Elliot's views will be entirely concurred in by all who know the slender resources of our people and the pressure with which they are weighted by the thousand and one calls made on them under the multitudinous and unwieldy departments of state. The land is growing so poor, the taxation on it in one shape or other is growing so heavy, our indigenous trades and manufactures are so quickly dying out that the meaning of the expression "battle of life" is being more and more realised. We cannot therefore be too grateful to those thinkers and publicists who are striving to awaken the British public to a sense of this extreme situation of their brightest dependency and thus to lead to a way for affording relief. But we regret to find that apparently the very strength of his convictions on this point has driven Mr. Elliot to declare that the financial and therefore general dissolution of the Indian empire is near and to dissuade English capitalists from investing money in connection with it.

MR. MEARES' CASE AGAIN.

(From the Monitor.)

HAVING failed to obtain satisfaction in this country in Mr. Meares' case, satisfaction which could not be given except at the sacrifice of justice, at the sacrifice of law, and at the sacrifice of constitution, the Anglo India public have commenced agitating the question in England and attempts are being made to influence the English Press in their favor. [illegible] over to their si[illegible] being paraded in this country as a proof of their triumph. But the leaders of thought, whose opinions carry weight, are discriminating in their criticisms upon the case and allow themselves to be least influenced by what they are begged to believe. If the *Times*, the *Pall Mall Gazette* and the *Spectator* are doubtful upon Mr. Meares' case their general animadversions upon it are unfavorable to the Anglo-Indians. Judging from the facts from a distance their scepticism is excusable, but it is doubtful whether they have had real facts of the case presented to them. The published judgment of the High Court recites but few of those facts. And what have actually transpired and upon which Mr. Smith the Magistrate convicted Mr. Meares and the majority of the High Court upheld that conviction have not yet been presented to the public. The *Amrita Bazar Patrica* the other week in an article headed "The Meares' case unmasked" gave publicity to a string of facts which have not yet been contradicted as they ought to have been contradicted when there is so much dispute in respect to the guilt of Mr. Meares and when the Anglo India public are making so much about the case. When these facts come before the English public uncontradicted we doubt wheher they would not modify their judgment upon the individual case of Mr. Meares and confirm the proceedings of Mr. Smith and of the High Court. But granted that they succeed in persuading the English public into a belief that Mr. Meares has been unjustly punished, what would they gain by the agitation which they have got up. Surely the High Court Judges are not going to be recalled, Mr. Smith degraded nor Sir Richard Temple made to vacate his appointment. As for the reformation of the criminal administration of the country, the Anglo Indian public would by no means be better off by any reformation which the English press might succeed in bringing about or which may be founded upon their suggestions. Whatever might be the merits of Mr. Meares' individual case, however perilous might be the position of the Europeans in the Moffusil, there is a belief prevalent in this country as well as in England that in cases between Europeans and natives justice is seldom done to the latter and that the arrangements for the trial of European prisoners are exceedingly in their favor and are such as to place them wholly beyond the law. The feelings of the English people to judge from the tone of the press would appear to be against the vested privileges of the Europeans in this country in the matter of criminal administration for which they clamour so much and which place them above law. The *Pall Mall Gazette* unequivocably and without reservation asserts that "it is simply impossible and absurd to deny that until an effective way of punishing European criminals was introduced into India, the natives of India had a serious practical grievance of which it was highly important to relieve them." With equal unreservedness the *Times* states that "our countrymen in India must be content to look on the natives as their fellow subjects and recognise their full rights to share with themselves in all the benefits of our Goverument. The contrary view, though it would hardly be maintained in word does undoubtedly exist, and excuse it as we may it is both unsafe and undignified." These concurrent opinions too plainly indicate the direction in which the Englishmen would wish the reformation to take place. But woud the Anglo Indians wish that any action should be taken upon the opinion of the English press although those opinions have been expressed in connection with Mr. Meares' case. They do not know where their best interests lie. Their discontent finds vent in grumbles, but those grumbles sometimes exceed the bounds of discretion and it has been so in the present instance. We would suppose that they at present wish nothing more heartily than that the English press ceased to write upon Mr. Meares' case and quietly let it alone. They have dug their own grave which they now find it difficult to fill up. "Meares' punishment will we trust be a wholesome lesson" said the *Times.* "And to refuse native testimony in all cases as many Europeans advise, would not only be outrageously unjust and oppressive but would place lonely Europeans, who might be Howards, but who might also be Tropmanns, entirely beyond the law" are the remarks of the *Spectator*. But how little were the Anglo Indians prepared for these remarks. They have brought all these upon themselves by their insensate agitation and they are to thank themselves for them. They would preserve their prestige intact, command greater respect on the part of the people and exert considerable influence amongst them, if they knew how to behave themselves and the Anglo Indian press would have done them a service if they had taught them that.

A VOICE FOR THE COMMERCE AND MANUFACTURES OF INDIA.

(From the Mookerjee's Magazine.)

THE English wanted to combine glory with gain. They were fired with the idea of becoming "a nation in India." They craved after territorial acquisition, and revenue, and power. Circumstances favored their designs, and power was completely placed in their hands by the events succeeding the battle of Plassey. "From factories to forts, from forts to fortifications, from fortifications to garrisons, from garrisons to armies, and from armies to conquests," the English at last founded a magnificent empire in India. Slowly but surely there was a complete change in the sovereignty of the country, and with it there followed not only a complete change in its political condition, but also in its economic position and commercial status. It is not meant to be at all insinuated here, that the British forcibly snatched away and appropriated the commerce of this country from its subject-population. The charge of open violence and direct deprivation can never be brought home to them. The policy always followed by the English is to steal a march on their rivals, and thus compass their downfall.

* * * * * *

England has accepted the responsibility of governing this country, and is bound to discharge her obligations to it with a maternal solicitude. It is stated in the Queen's Proclamation:—"We hold ourselves bound to the Natives of our Indian territories by *the same obligations of duty which bind us to all our other subjects*, and those obligations, by the blessing of Almighty God, we shall *faithfully and conscientiously fulfil.*" India is here plainly acknowledged to form an integral part of the British Empire—not a conquered dependency, but a member of that great body politic. Her Majesty makes no distinction between her Indian and British-born subjects. The Proclamation unequivocally admits the Natives to an equality of rights and privileges with the Anglo-saxons. It assures to us a faithful and conscientious regard for our interests. To carry out these promises fully, implies nothing less than to make us a nation in every respect equal to the English themselves; aud, with a view to that end, one of the great obligations of duty which England is bound to fulfil towards India, is to call forth the enterprising spirit of her children, who have always been acquainted with commerce and the arts, and ready to exchange the various products of their soil and skill for the commodities of other countries. But there is a wide variance between the promises and performances of the English Government. The Legislature is not wanting in good intentions. But these are frustrated and nullified at the hands of the Executive, who have made the Queen's Proclamation quite a dead letter. Guided purely by selfish instincts, the Government has never recognised the desira never made an effort to train them up in this direction, and improve their commercial status. Rather has it steadily maintained a contrary policy,—the cool, ungenerous policy of neglecting and keeping down native interests, and promoting those of its own nation. The English first came here with the avowed purpose of commerce. Their great object was to possess a colonial trade, which constituted one of the principal sources of national wealth, and had in their days enriched more than one continental nation. This object has never been lost sight of by them in the midst of war and territorial conquest. It is their mission—the stimulous to their toil and the guerdon of their victories. So long they were a body of pure traders, they were fully justified in pursuing whatever promoted their own interests. But when from a trading association they were converted into a sovereign power, it became their duty, in accordance with the first principles of Government, to identify their interests with those of the subject-race, and impart to them all the blessings of a well-regulated state. Indeed they have not openly asserted the right of the strong over the weak—of the superior over the inferior. They have not in the name and under the sanction of conquest and appropriated our land and parcelled it out to their captains and generals. They have not usurped our field and meadows. They have not seized our cattle. There is no law preventing us from the pursuit of trades and industrics. There is no statute prohibiting us from navigation and commercial enterprizes. No, they have not ousted us from the soil. They have not shut us out from our mines. They have not kept us out from agriculture, commerce, and manufacturess. They have not interfered with our vested rights and privileges. They have not reduced us to slavery. Nothing of the kind have they done openly, and by force. All the resources are left open to us. Every man is at liberty to select his own career, and carve out his fortune in his own way. True, there is no *primâ facie* disposition, or oppression or breach of faith--and the seeming tone of benevolence, and the semblance of a parental character are not the least remarkable features of the British Indian Government. But virtually and to all intents and purposes, the country has been reduced to the utmost subjection. The scheme of Government is skilfully devised to deaden every energy of the nation. It is a government which is not made for the good of the population of this country, but where that population seems to be made only for the Government. It is a Government which has silently permitted the right of conquest to override and extinguish almost every pre-existing interest of the natives---which has broken up the foundations of almost every kind of property, which has turned all classes of the people, more or less, to a nation of labourers. The conquerors have, by means of masked legislation, fully disabled us and disinherited us of all that is of advantage to us, and brought on the surrender of all our valuale material resources, till they have not left us a leg to stand upon. The Crusader fought for the cross and glory. The half degenerate and half chivalrous Spaniards and Portuguese fought for gold and the cross. But the shopkeeping English fight only for gold. They have made the conquests of India answer for more than one object. It has answered as much for the extension of their commerce and the consumption of their manufactures, as it has done for their territorial aggrandisement. It has been made to supply them with those resources of land and labour, in which England is deficient. India is utilized by them for the purposes of a colony in every sense of the term, where the existence of a numerous indigenous population, dispenses with the necessity of importing slaves and emigrants from foreign countries. In proportion to the vastness of the country, does it serve the object of not one kind, but of all descriptions, of colonies. It is a *planting* colony, like the West India islands, or the Mauritius, in as much as it serves the object of a number of Englishmen to plant and rear certain vegetable productions, such as Indigo, Sugar, Coffee, or Tea, and collect a fortune for retiring upon it to their native country. It is a *mining* colony, like the Spanish and Portuguese settlements in South America, so far as such bodies, as the Bengal and Assam Coal Companies, are employed in working the resources, and extracting the mineral wealth of our country. And it is a *commercial* colony, in which English and other European factories and firms entirely control the disposal of its natural or artificial productions, dictate its tariffs, and influence the policy of the Government. In addition to all these, they are proposing to turn it also into an *agricultural* colony, by inviting over English farmers, and cultivators, and artizans, to settle on our table-lands and making them in process of time grow into a nation for the greater and better security of their empire. Out of these various kinds, the colony that suffers the hardest fate of all, is the one "the inhabitants of which fall into the hands of commercial companies which form, at the same time, sovereign political bodies." Such was India uvder the direct Government of the late East India Company, and such is it now under the indirect control of English merchants and manufacturers. The revenue of India is not more the object of our rulers than is its commerce. It is this which originally attracted them to these shores, and its importance, instead of abating, has more and more increased in the eyes of the nation, as the acquisition of territory after territory has enlarged the field of operations. "The real England," it is said, "is not the little island of that name, but the thousands of ships that fly her flag on the seas of the world." It is the fashion now-and-then to speak of India as a great bore and burden to England. But those who choose to indulge in this maudlin sentiment, pretend to forget that England owes all her consequence, credit, and greatness to India. Without questioning her native valour and original skill, it may be admitted that it was Indian commerce that finally made her paramount on the ocean,—a paramountcy which enabled her to cope with Napoleon, and to destroy which, preparatory to her subjugation, the great French Conqueror planned his famous *Continental System.* It was Indian wealth that raised her to the position of an umpire amoug Enropean powers. It is Indian gold that still enables her to send military missions to the heart of Africa or bring home as trophies the umbrellas of savage Chiefs. If she has lost ground among the Great Powers of Europe, her statesmen have still the consolation left that "she is now an Asiatic power." One of our ex-financiers, Mr. Massey, in giving his evidence before the Indian Finance Committee, in 1872, observed:—"I would regard the severance of India from England as a fatal blow to English prestige, and as a material loss also. Our trade would dwindle away to nothing, and we would sink to the grade of a second rate power." During the late discussions on Russia's progress in Central Asia, less anxiety was manifested for the loss of India itself, than of her commerce. In proportion to its great lucrativeness, and the martime power and colonial possessions and the ocean supremacy it has brought in its train, is that commerce so highly prized, and eagerly prosecuted, and sedulously developed and extended, and anxiously cherished and held with an iron grip. Prone to the habit of unwittingly endorsing the plausible opinions of their superiors, my countrymen labor under the infatuation that they are at all benefited by that foreign trade of their country, which has in the present age, assumed such large dimensions. It is a trade which is enjoyed by the dominant few at the expense of abject millions.

Printed and published by Chunder Nuath Roy No. 2, Ananda Ch[illegible] Lane, Bagbazar.

অতিরিক্ত অমৃতবাজার পত্রিকা।

৭ম ভাগ { কলিকাতা— ২৫ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার, সন ১২৮১ সাল। ইং ১০ই ডিসেম্বর ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ। } ৪৪ সংখ্যা

২৫এ অগ্রহায়ণ ১২৮১ সাল।

উদ্ধৃত

(এড্‌কেশন গেজেট।)

বেদের আলোচনা।

বেদ আমাদের অতি প্রাচীনতম শাস্ত্র। কেবল আমাদের কেন, পৃথিবীর অতি প্রাচীনতম শাস্ত্র। কেবল প্রাচীনতম নহে, মান্যতমও, তাহার সন্দেহ নাই। যখন পৃথিবীর মানব সন্তানগণের বাক্‌স্ফূর্ত্তি হয় নাই, অধিক কি চক্ষুঃ কর্ণ পর্য্যন্ত ভাল রূপে প্রস্ফুটিত হয় নাই, ঈদৃশ শৈশবাবস্থা সুলভ অশান্তভাবে যখন নরকুল ক্রন্দন পর ও অস্থির ছিল, যখন ইহারা সম্পূর্ণ নিরুপায় ও অক্ষম রহিয়াছিল, তখন বেদ বাণীই কেবল মাতার ন্যায় মৃদু মধুর স্বরে অমৃতাসার সম্পৃক্ত ব্যজনানিলে ইহাদের শান্তি নিদ্রার আকর্ষণে ব্যাপৃতা হইয়াছিল; ধাত্রীর ন্যায় পরিচর্য্যায় রতা হইয়া অঙ্গুলি ধারণ পূর্ব্বক পথ চলিতে শিখাইয়াছিল। বেদ অলৌকিক; ব্রহ্মার মুখ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে; ইহার তাৎপর্য্য এই, বেদ যে কত কালের, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। বেদের অতি পরিচিত প্রসাধক বেদ ব্যাসও তাহা বলিতে পারেন নাই। এবং বোধ হয়, দেব পিতা কশ্যপও বলিতে পারিতেন না; সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বেও যে বেদ ছিল, এ শাস্ত্র লিপি কে খণ্ডন করিতে পারে? আমরা ছার মনুষ্য, বেদের কথা কি জানি? বেদের স্তোত্রই বা কি করিতে পারি? বিদ ধাতুর সহিতই আমাদের সম্যক পরিচয় নাই। তবে জানি, বেদ আমাদের সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্ম শাস্ত্র, আমাদের কেন, কেহ বুঝে না বলিয়াই যাহা হউক, মানব কুলেরই ধর্ম্ম শাস্ত্র। কেবল ধর্ম্ম শাস্ত্র নহে, আদিম মনুষ্য কুলের অবস্থাদির বিষয় যদি কিছু জানিতে হয়, বেদ অনুসন্ধান ভিন্ন তাহার আর শ্রেষ্ঠ উপায় কিছুই নাই। এই জন্যই এক্ষণকার সুসভ্য পাশ্চাত্য পৃথিবীতে উহার এত আদর হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া বৃদ্ধ বেদের মর্ম্ম বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গুণ না থাকিলে কোন বস্তুর আদর ও গৌরব হয় না। যখন সপ্ত সিন্ধু পার হইয়াও ইহার সৌরভ কণা অত দূরে গমন করিয়াছে, তখন ইহার মধ্যে অসাধারণ কিছু অবশ্যই আছে, মানিতে হয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, এই অসাধারণ বস্তু আমাদের ক্রোড়গত হইলেও, আর্য্য জাতির শিরোভুষণ হইলেও, আমরা পামর, ইহাকে উপেক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। আমাদের জাতির মধ্যে এক্ষণে বেদ অধ্যয়ন কোন ব্যক্তি করেন, আমরা বলিতে পারি না। কেবল বেদ বলিয়া নহে, আমরা সংসার সাগরে ভাসমান, আমাদের নিজের তরি সমস্ত পুরাতন বোধে একে একে পরিত্যাগ করিতে বসিয়াছি এবং চাকচিক্যে আকৃষ্ট হইয়া পরকীয় তরণী সকলে আশ্রয় লইতেছি; কিন্তু আমরা কি সেই সেই তরণীর মধ্য স্থলে স্থান পাইতেছি? কখনই না। প্রান্ত ভাগে থাকিতেছি মাত্র; জানি না, কবে সামান্য ধাক্কাতেই আমাদিগকে পড়িয়া যাইতে হইবে। আমাদের যে অপঘাতের মৃত্যু হইবে, তাহার আমরা কিছুই বুঝিতেছি না; এখন আমোদে মাতিয়াছি, অপঘাত নিবারণের কিছুই করিতেছি না। আমরা যদি চতুর হইতাম, তবে আমাদের পুরাতন গুলি লইয়া যাইয়া নূতন তরি গুলির পার্শ্বে বাঁধিতাম। যদি কখন পাড়ি, আমাদের নিজের স্থানেই পড়িতাম; কিন্তু আমরা সে কৌশল জানি না। জানিব আর কবে?

আমরা প্রস্তাবিত বিষয় ছাড়িয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আমাদের প্রস্তাবিত বিষয় এই, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র বেদের অধ্যয়ন বা অনুশীলন একবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে, বা প্রায় লোপ পাইয়াছে। ইহা নিরতিশয় দুঃখের বিষয়। বেদের ও আমাদের এই দুরবস্থার অপনয়ন অত্যাবশ্যক, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বিষয়ে কাহাকেই অগ্রসর দেখি না। কাশী প্রভৃতি দুই এক স্থলে বেদের কিছু২ আলোচনা হয় শুনা যায়; কিন্তু বঙ্গ দেশে উহার বার্ত্তাটি নাই। গত বৎসর বিখ্যাত নামা দয়ানন্দ সরস্বতী কলিকাতা অঞ্চলে আসিয়া কলিকাতায় একটী বৈদিক বিদ্যালয় সংস্থাপনের চেষ্টা করিলেন, তাহার ফল কি হইল? কলিকাতা সমস্ত ভারতবর্ষের রাজধানী। কলিকাতা কি এত অর্থ হীন যে, সে চেষ্টা সফল হইতে পারিত না। তবেই বলিতে হয়, বেদাধ্যয়ন অর্থকরী বিদ্যা নহে বলিয়াই উহার প্রতি লোকের মনোযোগ হইল না। যদি অমুক সাহেব, এত ইংরাজি স্কুল থাকিতেও কলিকাতায় আর একটী নূতন ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করিতেন, তবে তদ্দণ্ডেই কত লোকে চাঁদা দিয়া তাঁহার সে চেষ্টা সফল করিতেন।

(সমাজ-দর্পণ হইতে।)

আর কেন?

রক্তপাত বিলক্ষণ হইয়াছে, আর হওয়া উচিত বোধ হইতেছে না। পিণ্ডারী, মারহাট্টা, মোগোল, পাঠান প্রভৃতির শোণিতে ভারতবর্ষ অদ্যাপি বোধ হয় অন্তরে অভিষিক্ত রহিয়াছে। ইংরাজদিগের ইতিহাস কেবল ভারতের রক্তই স্মরণ করিয়া দেয়। শান্তি বোধ হয় অল্প দিন হইতেই হইয়াছে, বোধ হয় পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হয় নাই। আমরা এই জন্যই বলিতেছি যে রক্তপাত বিলক্ষণ হইয়াছে। দোষীর রক্তই পাতিত হওয়া ন্যায্য কি না সন্দেহ, তাহাতে আবার নির্দ্দোষীর রক্তও শতধা প্রবাহিত হইয়াছে। আমরা এই জন্যই বলিতেছি যে রক্তপাত আর হওয়া ভাল হইতেছে না।

রাজবিদ্রোহীর পক্ষপাত করিলেও দোষী হইতে হয়, সুতরাং আমাদের সকল কথা বলিতে শঙ্কা বোধ হইতেছে। নানা দোষী সন্দেহ নাই, অতএব জীবিত থাকিলে তাহার শাস্তি উচিত হইতে পারে। কিন্তু অন্যান্য বিদ্রোহীর অবেক্ষণ ও অনুধাবন আর বোধ হয় উচিত হইতেছে না। ওরূপ করিলে ন্যায়পরতা প্রকাশিত হইবে না, প্রত্যুত বৈরনির্য্যাতন প্রকাশ হইয়া পড়িবে। ৫৭ সালে কোন্ ব্যক্তি কি রূপ করিয়াছিল, কোন্ বিদ্রোহী কোন্ ইংরাজকে কটু কথা কহিয়াছিল, কোন্ যুদ্ধে কি রূপ করিয়াছিল, এরূপ করিয়া ৭৪ সালে অন্বেষণ করা বোধ হয় উচিত হইতেছে না। এ রূপ করিলে রক্তপাত কখনই প্রশমিত হইবে না এবং প্রজারাও অনেকে বিরক্ত হইবে।

সাহেবেরা যেন মৃগয়ার অনুসরণ করিতেছেন, বিদ্রোহীরা পলাইয়া যে যেখানে বাস করিতেছিল, ইহারা ক্রমে তাহাদের সকলকেই ধরিয়া বদ্ধ করিয়াছেন। অদ্যাপি তাঁহাদিগের বিরাম দেখিতেছি না। আজি গোয়ালিয়রে কালি হায়দরাবাদে, পরশ্ব সিন্ধু দেশে অমুক বিদ্রোহীর ফাঁসী হইল আমরা মধ্যে২ প্রায়ই এই রূপ শুনিয়া থাকি। ইংরাজদেয় দেশেও অনেক বার রাজ বিদ্রোহ হইয়াছে, কিন্তু এ রূপ কখন ঘটিতে দেখি নাই। রাজা প্রজার কতবার যুদ্ধ হইয়াছে, নর শোণিত কত বার পতিত হইয়াছে অথচ এক পক্ষের জয় বিজয় হইলেই শান্তি হইয়া গিয়াছে। অতএব ভারতবর্ষেও ঐ রূপ হওয়া কেন উচিত না হইবে। আমাদের বোধ হয় যে সিপাহিরা অধিকতর বিজয়ী হইলে ইংরাজেরা তাহাদিগকে ক্ষমা দান করিতেন। তাহারা সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়াছে বলিয়াই তাহাদের এ রূপ দশা করা হইতেছে। অতএব এ রূপ করা নিতান্ত কাপুরুষতা হইতেছে সন্দেহ নাই।

আমরা যাহা বলিতেছি, সত্যের নিমিত্ত বলিতেছি প্রজার অপকার প্রজায় করিলে সে রূপ স্থলে অবশ্যই তাহার দণ্ড করিতে হয়। যত কালেই হউক অপরাধীর পরিচয় পাইলেই দণ্ড করিতে হইবে। নতুবা অপকৃতের অসন্তোষ বশতঃ শান্তি ভঙ্গ হইতে পারে। রাজা প্রজায় বিরোধ স্থলে এ রূপ নিয়ম অবলম্ব্য নহে। অবোধ প্রজাগণ অস্ত্র ধারী হইলে তাহাদের নিধন করা অপেক্ষা প্রশমন করাই অধিক সঙ্গত হয়। এ রূপ স্থলে ক্ষমাই এক মাত্র উপায় সন্দেহ নাই। আমরা দেখিতেছি যে প্রধান২ কসাইদিগের অনেক দিন হইল দণ্ড হইয়া গিয়াছে, অতএব আর এ রূপ অনুসন্ধিৎসু নয়নে দৃষ্টিপাত না করাই মহত্ব হয়।

ধ্যস্থ হইতে।)

হিন্দু জাতির ন্যায় পুরাতন প্রিয় সমাজ কোন্ বিষয়ে নুতন মত বা নূতন সাধন-প্রণালী অবলম্বনে শীঘ্র কদাচ সম্মত হয় না। যে সে ব্যক্তি অভিনব কৌশলের আবিস্কার করিলে, তাহা কেহই গ্রাহ্য করিবে না—হয় তো তজ্জন্য তাহাকে যন্ত্রণা রূপ পুরস্কার লাভ করিতে হইবে—হয় তো প্রতিবেশী সমব্যবসায়ীরা তাহাকে যাদুকর কি ডাইনের শিষ্য বলিয়া ধোপা নাপিত হুকা বন্ধ করাইয়া দিবে কিম্বা ঈর্য্যা জনিত অন্যবিধ উপায়ে তাহাকে লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত ও তাড়িত পর্য্যন্তও হইতেও হইবে; অথচ তাহার প্রাণাধিক সাধের আবিষ্কারটী লোক সমাজে প্রচার না করিলেও নয়; সুতরাং সর্ব্ব দিক রক্ষার উদ্দেশেই বিশ্ব কর্ম্মার সৃষ্টি বলিয়া সেই আবিষ্কারকে এক কালে আদরের স্রোতে ছাড়িয়া দেওয়া হইত! লোকে যে অন্যের উদ্ভাবনের প্রতি যৎপরোনাস্তি ঈর্য্যা প্রকাশ ও বাধা প্রদান করিয়া থাকে, এ রূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আমরা স্থানান্তরে এ সম্বন্ধে আবশ্যক মত বলিব। আপাততঃ একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমাদের দেশে এ প্রকার প্রবাদ আছে, বিশ্বকর্ম্মা এক খেই সূত্রে পাদুকা ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট তাঁহার পুত্র (নামটী মনে হইতেছে না—বেয়াল্লিশ কর্ম্মা হইবেন!) এক খেই ঊর্ণনাভ-তন্তু দ্বারা অপর এক খণ্ড তদ্রূপ পাদুকা ঝুলাইয়াছিলেন। বিশ্বকর্ম্মা সন্তানের এই শিল্পোৎকর্ষ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেন।

যদি স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা, অন্যের নয়, স্বীয় পুত্রের ঔৎকর্ষ দর্শনে ঈর্ষ্যার হস্তে মুক্ত থাকিতে না পারিলেন, তবে তাঁহার শিষ্য দলের মধ্যে অন্য পরে কা কথা! ফলতঃ ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, যে, পূর্ব্বকালে শিল্পের প্রতি বিশেষতঃ নবাবিষ্কারের প্রতি অত্যন্ত দ্বেষ ও অত্যাচার ছিল। সেই জন্য, যাহা কিছু নূতন প্রকাশিত হইত, অমনি তাহা কোন বিখ্যাত মানব বা দেবতার নামেই প্রচার পাইত। কিন্তু এই উন্নত কালে এখন আর তদ্রূপ দেখা যায় না, এখন বরং সভ্যতার বৃদ্ধি সহকারে আবিষ্কারের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ক্রমশঃই বাড়িতেছে।

(বান্ধব হইতে।)

সাতশতী।

৯৯৯ শকে* যে পঞ্চ জন ব্রাহ্মণ বঙ্গে আসিলেন, তাঁহাদিগের সন্তান পরম্পরায় বঙ্গ দেশের

* আদিসূরো নব নবত্যধিক নব শতী শতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণা মানায়য়াধাস। [কৃষ্ণ চন্দ্র চরিত্র।]

ভট্টানারায়ণো দক্ষো বেদ গর্ভোঽথ ছান্দড়ঃ।
অথ শ্রীহর্ষ নামাচ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ।
শাণ্ডিল্য গোত্রজ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোঽথ কাশ্যপ শ্রেষ্ঠো বাৎস্য শ্রেষ্ঠো হত ছান্দড়ঃ
ভরদ্বাজ কুল শ্রেষ্ঠোঃ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽথ সাবর্ণো যথা [illegible] ইতি স্মৃতঃ। [illegible]

সমস্ত প্রদেশ ব্যাপ্ত হইয়া গেল; কিন্তু কি চমৎকার কথা, যাঁহারা সাত শত ঘর ছিলেন, আজি তাঁহাদিগের বংশাবলীর নাম গোত্রও খুঁজিয়া পাওয়া ভার। তাঁহাদিগের বংশ এককালে লোপ পাইবার সম্ভব নহে। লোপ হইয়াছে বলিয়াই কে বিশ্বাস করে? যদি তাহাই হয়, তবে তাহার কারণ দর্শাইতে হইবে। স্থূল দৃষ্টিতে ইহা নিশ্চয় জানা যায় যে, তাঁহাদিগের নাম গন্ধ এককালে লোপ পায় নাই। তাঁহারা কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের আগমনে একেবারে হেয় ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিলেন। কাল ক্রমে তাঁহাদিগের অধস্তন বংশ্যেরা সমাজ মধ্যে আপনাদিগকে সাতশতী রূপ ঘৃণিত উপাধিতে পরিচয় দানে লজ্জিত হইতে লাগিলেন; এবং কান্যকুব্জ সন্তানগণের কৃপায় তাঁহাদিগের সঙ্গে অন্তর্ভাব হইয়া যাইতে লাগিলেন। যাঁহারা মিশ্রিত হইবার মত গুণ সম্পন্ন ছিলেন না, তাঁহারা স্বতন্ত্র থাকিলেন, ও কালক্রমে নবাগত বৈদিক বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণ মধ্যে মিশিয়া যাইতে লাগিলেন। কোন২ স্থলে অধম বর্ণের পৌরোহিত্য স্বীকার পূর্ব্বক বর্ণ ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত হইয়া গিয়াছেন; কোথাও বা অগ্রদানী, কোথাও বা গ্রহাচার্য্য, স্থল বিশেষে বিদ্যা বুদ্ধি ও ঐশর্য্যাদির প্রভাবে স্বভাবেই আছেন।

যাহাই হউক, কিন্তু তাহার সংখ্যা অধিক নহে, এক্ষণেও যাহারা সাতশতী আছেন, তাঁহারাও আপনাদিগকে স্পষ্টতঃ সাতশতী বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিতে চাহেন না; তাহাতে লজ্জিত হন। কি দুঃখ ও কি পরিতাপের বিষয়, কালের কি কুটিল গতি, সমাজ গৌরবের কি আশ্চর্য্য মহিমা, দেখ, সাতশত ঘর ব্রাহ্মণ পাঁচ জনের সন্তান মধ্যে গৌরবান্বিত হইবে বলিয়া, তদীয় দলে ক্রমে লীন হইতেছেন, তথাপি আপনাদিগকে সাতশতী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন না। ভাবিয়া দেখ দেখি, যাহারা উড়িয়া আসিলেন, তাঁহারাই এক্ষণে সর্ব্বে সর্ব্বা: যাঁহারা এখানকার অধিবাসী ছিলেন, তাঁহারা এক কালে নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইয়াছেন; এবং রাঢ়ী, বারেন্দ্র বা বৈদিক, ইহারই একতম বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র দিগের গাঁই গোত্র সংখ্যা করা আছে, সুতরাং সহজে মিশিবার সুযোগ নাই। বৈদিক দিগের গোত্র আছে, গাঁই নাই। সাতশতী দিগের গাঁই গোত্র উভয়ই আছে, অতএব বৈদিক বলিয়া পরিচয় দিলেও তাঁহাদিগকে ধরা পড়িতে হয়। ইহাঁদিগের এক্ষণে উভয় সঙ্কট ঘটিয়াছে।

সাতশতী দিগের মধ্যে যাহারা অদ্যাপি মিশিতে পারেন নাই অথবা মিশিবার চেষ্টা করেন নাই, তাঁহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প। যথা – পিথূরি, বালথবি, নানকসাই, জগাই, ভাগাই, সাগাই, যবগ্রামী, কাটনীগাই, আরথ ইত্যাদি।

সাতশতী গণ পঞ্চগোত্রাতিরিক্ত গোত্র ভাগী, সুতরাং ইহাদিগকে ধরিতে পারা যায়। যে হেতু এই সকল গাঁই পঞ্চগোত্র মধ্যে দেখা যায় না, সুতরাং ইহারা সাতশতী ব্যতীত অন্য ব্রাহ্মণ নহেন। মুলুকজুরী প্রভৃতি কএকটি গাই যে মিশিয়াছিল, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি পাওয়া যায়। রাঢ়ীয় কুলীন দিগের মধ্যে মুলুকজুরী নামে একটি দোষ আছে। যাহারা ঐ দোষে লিপ্ত হন, প্রথমে তাঁহাদিগের কুল যায়২ হইয়াছিল। পরে দেবীবর ঘটকের প্রসাদাৎ, তাঁহারা পুনর্ব্বার কুল প্রাপ্ত হন। বুড়োল পরগণাঞ্চলে কাটরা গাঁই, সিংলের কোন অঞ্চলে যব গ্রামী গৌতম গোত্র, বর্দ্ধমান প্রদেশের লাড়ু গ্রামের রায়েরা সাতশতী আছেন। ইহাঁরা সাতশতী বলিয়া পরিচয় দেন।

যে প্রকার দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, যে অল্প সংখ্যক সাতশতী আছেন, তাঁহারাও কিছু দিন পরে রাঢ়ি, বারেন্দ্র, মধ্য শ্রেণী, ও পশ্চিমাদিগের মধ্যে অন্তর্ভাব, হইয়া যাইবেন।

মধ্যশ্রেণী।

...নীপুর ও তৎ ...শের নিকটবর্ত্তী পশ্চিম ও জিজ্ঞাসা করিলে পরিচয় পাওয়া যায় যে, ইহাঁর মধ্য শ্রেণী,—অর্থাৎ রাঢ়ী বারেন্দ্র, উৎকলে, ও সাতশতী দাক্ষিণাত্য। বৈদিক ও পশ্চিমাদিগের মধ্যে এক সময়ে পরস্পর আদান প্রদান হয়। তৎকালে যে সকল ব্রাহ্মণ এই প্রকার শ্রেণীবন্ধন অতিক্রম করিয়া, পরস্পর বিবাহসূত্রে সম্বদ্ধ হইলেন, তাঁহাদিগকে তৎপ্রদেশস্থ শুদ্ধ বংশের লোকেরা মধ্যশ্রেণী উপাধি দিলেন। তদবধি তাঁহারা সমাজ মধ্যে মধ্য শ্রেণী বলিয়া চলিত। এক্ষণে ক্রমশঃ ঐ দলের সংখ্যা বৃদ্ধ হইতেছে। ইহাঁদিগের মধ্যে সামবেদ অধিক প্রচলিত। ঋগ্‌বেদী ব্রাহ্মণ অপেক্ষাকৃত অল্প। যজুর্ব্বেদী নিতান্ত বিরল।

ইহাদিগের গোত্র আছে, সকলের গাঁই নাই। পুরুষের প্রকৃতি ধরিয়া ইহাদিগের গাঁই ধরা যায়। ইহাদিগের প্রথম সংমিশ্রণকালে পুরুষের যে যে গাঁই ছিল, তাঁহার সন্ততিরা সেই গাই বলিয়া পরিচয় দেন। সে স্থলে পুরুষের গাঁই ছিল না, অর্থাৎ বৈদিক পুরুষে অথবা পশ্চিমা ব্রাহ্মণের সঙ্গে রাঢ়ীয়া বারেন্দ্র কন্যার বিবাহ হইয়াছে, তথায় তাঁহাদিগের সন্ততিরা গাঁই পান নাই।

ইহারা আপনাদিগের মধ্যে পুরুষানুক্রমিক কৌলীন্য রাখেন নাই। সদাচার ও সৎ ক্রিয়া সম্পন্ন ব্যক্তিকে মর্য্যাদাপন্ন বিবেচনা করিয়া, তাঁহার প্রতিই কৌলীন্য গৌরব প্রদান করিয়া থাকেন। তথাপি, প্রথম পঞ্চ গোত্রের সন্তানের প্রতি ইহাদিগেরও আস্থা ও পূজা অধিক দেখা যায়। সুতরাং শণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, সাবর্ণ ও ভরদ্বাজ এই পঞ্চ জনেরই সম্মান অধিক।

ইহারা কহেন, মহরাষ্ট্রিয় ও মুসলমানদিগের মধ্যে যৎকালে সংগ্রাম হয়; তৎকালে ঐ প্রদেশে যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ বাস করিতে ছিলেন, তাঁহারা প্রাণের আশঙ্কায় স্বদেশে যাইতে সমর্থ হন নাই, এবং বিদেশীয়রাও ঐ প্রদেশে আসিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রিয়দিগের এক প্রকার ইচ্ছা ছিল যে, শ্রেণি বন্ধন শৃঙ্খল পরিভ্রষ্ট হয়, এবং সর্ব্বত্র বৈদিক অনুষ্ঠান প্রচলিত থাকে, এবং সকলেই বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়। তৎকালে যাহারা শ্রেণী বন্ধন অতিক্রম করিয়া ছিলেন, তাঁহারা অত্যন্ত বিদ্বান, তেজস্বী ও মহাষ্ট্রিয়দিগের নিকট পরম মান্য হইয়া ছিলেন। কাল ক্রমে এ দেশে মহাষ্ট্রীয়দিগের প্রবল-প্রতাপ-তপন অস্তমিত হইল। বিবাহ ভঙ্গ রূপ তদীয় কীর্ত্তিকোকনদ ম্লান হইতে লাগিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতাপ এদেশে বিকীর্ণ থাকিলে, মধ্য শ্রেণীরই শোভা অধিক হইত তখন সকলেই কহিত, আমরা বৈদিক। ইহারাই কি এখানকার মত মধ্য শ্রেণী বলিয়া পরিচয় দিতে যাইতেন? কদাচ সম্ভব বোধ হয় না।

ঔপনিবেশিক ব্রহ্মণ।

এ দেশে যাহারা অদ্যাপি সম্পূর্ণ রূপে বদ্ধমূল হইতে পারেন নাই, অথচ স্বদেশও সমান ঘরে, সমান বরে, আদান প্রদান করিতে সমর্থ হইইতেছেন না, এবং এ দেশীয়দিগের সহিত তাঁহাদিগের পরস্পরের ভোজ্যান্নতা পর্য্যন্ত নাই, তাঁহাদিগকে ঔপনিবেশিক বা পশ্চিমা ব্রাহ্মণ কহা যায়। ইহারা প্রায় দোভাষী, এবং বাঙ্গালী পরিচ্ছদ ও হিন্দুস্থানী পরিচ্ছদের মধ্যবর্ত্তী এক প্রকার দোরোকা পরিচ্ছদে আপনাদিগকে শোভিত করেন। ইহারা আপনাদিগের জ্ঞাতি, কুটুম্ব; স্ত্রী পরিজনদিগের সঙ্গে অনেক সময় হিন্দী কথা কহেন, এবং বাঙ্গালিদিগের সঙ্গে বিষয় কার্য্যানুরোধে সর্ব্বদা বাঙ্গলা কথা কহেন। ইহারা যথায় বাঙ্গালি পুরোহিত ও গুরু গ্রহণ করিয়াছেন, তথায় এ দেশীয়দিগের আচার, ব্যবহার অনুসারে চলেন। তথায় ইহাদিগের আচার ব্যবহারের সহিত রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিকাদির আচার ব্যবহারের বিশেষ অনৈক্য দেখা যায় না। যে স্থলে ইহাদিগের পুরোহিত পশ্চিমা, আচার্য্য গুরু পশ্চিমা, তথায় তথায় ইহাদিগের সহিত পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ সন্ততির ও বৈদিকদিগের আচার ব্যবহারে বিস্তর অনৈক্য দেখা যায়। ইহারা বৈদিক কার্য্যে নিতান্ত অনুরক্ত, তান্ত্রিক ... যত্নবান বলিয়া প্রতীত হয় না।

স্থল বিশেষে, তান্ত্রিক গুরুর কথা দূরে থাকুক, বৈদিক মন্ত্রে উপাসনার পর তান্ত্রিক মন্ত্রের আবশ্যকতাই স্বীকার করেন না। ইহাদিগের মতে গায়ত্রী উপদেষ্টা আচার্য্যই শ্রেষ্ঠ। উহার ব্রহ্ম মন্ত্র। যাহাদিগের সাবিত্রী গ্রহণে অধিকার নাই অর্থাৎ স্ত্রীলোক ও শূদ্র জাতির জন্যই তন্ত্রের সৃষ্টি, এই কথা কহেন। তদনুসারে অনেক পুরুষের এক মাত্র আচার্য্যই গুরু বলিয়া গণ্য। তবে স্থল বিশেষ, কোন আচার্য্য তান্ত্রিক কার্য্য পটু না হওয়ায়, স্ত্রী লোকদিগের মন্ত্র গ্রহণ জন্য কোন কোন পরিবারকে এ দেশীয় তান্ত্রিক ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে। কালক্রমে গুরু ও শিষ্যের সন্তানে সৌহার্দ্দ সূত্রে, পুরুষগণ মধ্যে তান্ত্রিক মন্ত্রের প্রচার হইয়াছে। কিন্তু তথায়ও আচার্য্যের মান খর্ব্ব হয় নাই। ঔপনিবেশিক মধ্যে সারস্বত, কান্যকুব্জ, পাঞ্জাবী, শৌরসেণী মৈথিল, সকলদিপী প্রভৃতি অধিক। কোন২ স্থলে দ্রাবিড়ী, মাগধী, মাথূরী, কামরূপী ও উড়িয়াও দেখা যায়। কিন্তু তাহাদিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। ইহাদিগের মধ্যে দোবে চোবে, তেওয়ারি, পাঁড়ে, মিশ্রি, ত্রিপাঠী, ত্রিবেদী সব্‌পীথী শুক্ল, বাজপেয়ী, অগ্নিহোত্রী, দশাশ্বমেধী প্রভৃতি উপাধি আছে।

ইহারা কখন আসিয়া উপনিবেশ গ্রহণ করিলেন, কোথায় বাস করিতেছেন, তাহা নির্ণয় করা সাধ্যায়ত্ত নয়। তথাচ এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ইহারা শাস্ত্রীয় চর্চ্চা বা বৈদিক ক্রিয়া, কলাপের অনুষ্ঠান প্রচার জন্য এ দেশে আইসেন নাই। ইহারা বিষয় কার্য্য ব্যপদেশে এ দেশে আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া তদুপলক্ষে শ্রীমন্ত হইলেন, অন্ন সংস্থান হইল, লোকের সঙ্গে সদ্ভাব হইল, অর্থের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা মায়া বাড়িল। বঙ্গীয় সুস্বাদু অন্ন পানীয়ের আস্বাদ বুঝিতে পারিলেন। তখন মায়া জালে বদ্ধ হইলেন। ক্রমে জন্ম ভূমির প্রতি বিতৃষ্ণা হইতে লাগিল। কাল ক্রমে সন্তান সন্ততির বসতি হইয়া গেল। ইহারা সর্ব্বতোভাবে বাঙ্গালি ভাবাপন্ন হইলেন। তখন ইহাদিগকে আর কে তদ্দেশীয় বলিয়া বুঝিতে পারিবে? ইহারা বাঙ্গালি মধ্যে পরিগণিত হইলেন। শাস্ত্রের আলোচনা সঙ্গে তাদৃশ সম্বন্ধ ছিল না বলিয়াই, ইহারা সমাজ মধ্যে প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়া উঠিতে সমর্থ হন নাই। নতুবা ইহারা দশ জনের মধ্যে এক জন হইতেন।

এই সকল ব্রাহ্মণগণ মধ্যে দ্বিচত্বারশদ্ গোত্র আছে। এই বিয়াল্লিশটী গোত্র ব্যতীত ব্রাহ্মণাদির মধ্যে আর গোত্র নাই।

নজীর।

উইকুলি রিপোর্টার, ২২ বালাম।

হাইকোর্ট—দেওয়ানী নিষ্পত্তি।

পৃঃ ৮৪

রামকান্ত চৌধুরি বনাম কালী মোহন মুখোপাধ্যায়।

বাদিদ্বয় এক জমীদারীর অংশে তাহাদের স্বত্ব সাব্যস্তের এবং দখল পাওয়ার জন্য, এবং ২, ৩ এবং ৪নং প্রতিবাদিগণের বিরুদ্ধে ১ নং প্রতিবাদী ১৮৬৭ সালের ১৩ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে যে ডিক্রী পায় তাহা প্রবঞ্চনা ও যোগসাজস মূলক বলিয়া অন্যথা করণার্থে এবং সেই ডিক্রিজারীতে ১৮৬৮ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে যে নীলাম হয় তাহা রদের নিমিত্তে নালিশ করে, এবং এই প্রার্থনাও করে যে, কলেকটরীর তৌজীতে ১ নং প্রতিবাদীর নামের পরিবর্ত্তে তাহাদের নাম রেজিষ্টারী হওয়ার হুকুম হয়। এস্থলে, নালিশের প্রার্থনার মধ্যে দখল পাওয়ার ও স্বত্ব সাব্যস্তের প্রার্থনা থাকিলেও, বস্তুতঃ ঐ নীলাম রদের জন্যই নালিশ হইয়াছে, কারণ, তাহা রদ না হইলে, নীলাম-ক্রেতা ১ নং প্রতিবাদীর স্বত্ব বাদিদ্বয়ের স্বত্বাপেক্ষায় প্রবল থাকিবে। অতএব এই নালিশ ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১ ধারার ৩য় প্রকরণের অন্তর্গত হয়, সুতরাং তাহা ঐ নীলামের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে উপস্থিত না হওয়ায়, তমাদী দ্বারা বারিত হইয়াছে।

the Company was hankering to taste was the fruit of Iniquity and like the Dead Sea appl, tempting to the sight but noxious within. They protested with all their might against this unrighteous annexation, but their attempts were unavailing. The widowed Ranee was paralized by the blow, and ill advised and inexperienced, she was at a utter loss what steps to take in the matter. The adopted son was not recognized by the British Government and thus came to an end the noble dynasty of Sivajee. Remembering the antiquity and greatness of the family of Sivajee and the treaties concluded in 1819 and 1839 between Moharajas Protap Sing and Appa Shaheb, the Resident Mr. (Sir) Bartle Frere was fully convinced that the sovereignty of Sattara could not be annexed and for sometime he maintained the existing system of Government but he was constrained by the orders of the Court of Directors to carry out the decree of annexation on 16th May 1849. And now commenced a wail which moved Maharastra to the bosom. The Ranee of Appa Shaheb Maharaj was insulted and put to all sorts of indignities by the Company's servants. She was about to lay a complaint before the Bombay Government against the annexations of her sovereignty, when to her consternation the officers of the Company stopped the allowances of eleven of her kinsmen, and seizing several of her officials, clerks, servants both men and women, confined them for about a month and half in the Sattara Residency. Some of her dependents were also forced to leave Sattara and dwell elsewhere, even her own maid and other domestic servants were ordered not to enter her palace. What little ancestorial *Inam* she enjoyed was confiscated, and so also her gardens, meadows waterhouses and other chattels real. As she had refused the pitiable allowance offered to her by the British Government and all her private revenue was seized, she had nothing for her own subsistence and that of her servants and for a period 13 months she was obliged to live by selling her personal property. At last humbled and cowed down by fear and seeing no redress before her she was constrained to accept the allowance under protest. This consisted of only a lakh of rupees annually which waslike wise to be divided amongst two other younger Ranees. The eldest Ranee still cherished a hope that sometime or other justice will be done to her by such a noble nation as the British to whom her husband was so sincerely attached and she patiently watched for the time when she might lay her case before Government. But misfortune never comes single and her grief was immensely heightened by the death of her son whom her husband had adopted on his deat bed. She was however permitted to make anot ier adoption and by virtue of this permission she adopted another child in 1865 with a view that the famous royal line of the Mahuratta dynasty might not come to an end. Ten years after this, that is, in March last she submitted an appeal to Her Majesty against the unjust and unrighteous annexation of her sovereignty and earnestly entreated Her Gracious Majesty that at last justice be done to an aggrieved royal lady whose ancestors once enjoyed sovereignty over the whole of Southern India, and that her adopted son might be recognized as her heir to the Raj. The memorial was most pathetically written and we quote the following from it to shew how England has reduced one of the first sovereign Ladies of India into a most pitiable condition by purely unjust means. The memorialist says:—

"Gracious Queen, it is my most painful duty in this paragraph to relate to your noble Majesty how extreme indignity was added to the gross injury done us by the East India Company. Not only did the Company unjustly deprive us of our sovereignty, but they usurped most of our palaces and *jalmandirs* (water-houses), which, with hope and fondness, we rad built for the pleasure of our family; of our jaghires, miras-inams (private estates granted and held for an hereditary possession), furniture-houses, temples with temple-sheds erected for the celebration of festivals, &c., which we or our ancestors built in the city of Sattara or in various parts of our territory at an expenditure of several lakhs of rupees. The estates and buildings that have been allowed to remain in my possession temporarily have been decreed to be seized and confiscated after my death. Thus the Company usurped even our dwelling houses and private property. But this is not all. I was subjected, like the commonest subject, to the payment of taxes and to the payment of tolls. Thus my rank and the dignity of our princely houses were altogether ignored. In the four ancestral villages which remain in my possession, whenever any dispute arises in civil or revenue matters, I am referred to an insignificant subordinate officer for redress. My son, the young Raja, is treated and addressed no better than an ordinary subject. We are never called to the Government Durbars. My son is not even registered in the list of the Sirdars. In fact, the officers of the Local Government are evidently bent upon obliterating every kind of distinction between us and those [illegible]

vestige of the former greatness of our family. The veneration paid to it through generations by the people and Chiefs is being made to vanish by causing them to forget its greatness and blotting out all traces of the fact that for a long time we ruled in this country as powerful independent sovereigns, establishing our superiority over the whole of Maharastra and much of Central India."

On 14th march 1874 the Ranee died. After her demise the authorities at Sattara sent order to her second adopted son Sreemunta Rajaram Moharaj that the political allowance of Her Highness has ceased and demanded the immediate possession of palaces and other buildings which belonged to Her Highness. Against this cruel order the young Rajah sent a petition to the Bombay Government to which a discourteous reply was given through the political agent. The rajah taking this to heart addressed a most pathetic memorial to the India Government and with tears in his eyes he thus depicted his sad condition:—

"The Collector of Sattara has commenced to address your memorialist as a "certain Bhosala" and every business document is sent to your memorialist in this loose and disrespectful manner. It is evident that every body, including patils and the smallest officials, will begin to address your memorialist in this manner; but how can he lower his family name by condescending to grant reply to such humiliating address? Such superscription and address—by convincing your memorialist that the Bombay authorities once the allies and close friends of our princely house, are bent upon his utter humiliation—will not fail to wring tears from your memorialist's eyes, and must cloud his mind with bitter grief when he reflects that in him a long line of illustrious ancestors and the history of a brave and patriotic race are cast down to the dust and condemned to utter neglect, and this, too, by the successors of those great statesmen who deemed it high policy to make alliance with our royal house."

What a commentary this upon the honors and good faith of our enlightened English rulers? It certainly redounds very little to the glory of a great nation who after robbing the territories of his ancestors turn out the last descendent of Sivajee a helpless beggar into the wide world after committing a breach of the most sacred pledge. The Rajah was to have made over the palace in the hands of the Sattara authorities by the first day of this month. We hope the Queen of England will grant the prayer contained in the memorial of Her highness the late Ranee and remove one of the greatest blots which has blackened British character. The principality of Sattara was created not for the individual Protap Sing or his brother Apa Shaib but for the Rajah of Sattara. "It was founded" says Mr. Elphinstone, "to afford an honorable maintenance to the representatives of the ancient princes of this country and to remove from the minds of the Mahurattas the dread of the complete extinction of their national independence, and still more, that of the entire loss of their means of subsistence." With this object in view, the territory was ceded by the first article of the treaty "in perpetual sovereignty to the Rajah of Sattara, his heirs and successors.'

We learn however that Lord Northbrook has agreed to grant the young Rajah half the pension enjoyed by his mother. We are glad that the only descendant of the greatest of the modern Hindu dynasties will not now starve.

BARODA AFFAIRS.—Colonel Phayre has been removed from Baroda and Sir Lewis Pelly has been sent there as Resident and Special Commissioner. The following appeared in the Bombay *Times* which wequote from the *Native Opinion*:—

The course of events in Baroda has been as follows:—When the Viceroy had considered the Report of the Baroda Commission he resolved that H. H. Mulhar Rao should be allowed eighteen months to carry out the reforms in the administration of the State which the disclosures elicited during the inquiry showed to be imperatively required. Lord Northbrook further determined that the Prince should be allowed entire freedom in the choice of agents and means for the regeneration of the country. Having made up his mind upon these two cardinal points, the Viceroy made known his will in a *khureeta* addressed to Mulhar Rao, and he intimated in unmistakeable language that if good use were not made of the eighteen months' grace accorded, the British Government would at the end of that time take the matter into its own hands and effect all needed reforms in its own way. In the meanwhile, however, the British Government stood pledged to give the Prince moral support and entire fair play in his endeavours to set his house in order. The Resident, Colonel Phayre—it was somewhat unluckily added—had the full confidence of the Viceroy, and it was hinted that if the Prince stood in need of discreet and quite disinterested counsel, Colonel Phayre would be fully competent to afford it.

This reference to Colonel Phayre was, as we have said, unfortunate. The Resident had not been able to establish cordial relations with Mulhar Rao up to that time, and considering the corrupt surrounding of the Prince that was not altogether to be wondered at, and it need not be imputed as a fault to the [illegible] Nevertheless the fact remained that the

terms, and the gratuitous declaration of Viceregal confidence in the former was almost certain to jar painfully on the susceptibilities of the latter. It did more; it misled the Resident himself as to the nature of his influence and his duties. He conceived that the *khureeta* had for its primary object the establishment of his own autocracy in Baroda, and that the provisions in it which did not directly refer to himself were by no means equal in authority or value to the sentence which did. The result was that from the very outset Colonel Phyare constituted the Residency an *imperium in imperio*, and instead of acting upon the distinct guarantee given by the Viceroy that Mulhar Rao should be prefectly free to choose his own Minister, he arrogated to himself the right of accepting or rejecting the Dewan whom the Prince should appoint. As we all know, Mr. Dadabhoy Nowrojee was appointed Dewan by Mulhar Rao. Colonel Phayre from the beginning allowed himself to be influenced by the most perverse and exaggerated dislike of that functionary. He all but ordered the Prince to dismiss him, and when Mulhar Rao—standing upon his rights—refused to accede to the advice authoritatively urged upon him, the Resident, strangely losing sight of his obvious duty in the matter, reported to the Bombay Government against the continuance of Mr. Dadabhoy Nowrojee in office, urging that he should not be recognized as Minister, and that Mulhar Rao should be compelled to choose some other administrator. To give force to these representations, which were entirely officious, the Resident permitted himself to indulge in attacks against the personal character of Mr. Dadabhoy Nowrojee, which were entirely uncalled for. The Bombay Governmet in vain drew Colonel Phayre's attention to the fact that he was taking a course wholly divergent from the straight line of his duty and that according to the terms of the Viceroy's *khureeta* he was bound to accept the Minister upon whom Mulhar Rao had fixed his choice, and to give him all possible support in carrying out the necessary reforms. He was strongly advised to abandon the course of systematic opposition to the Dewan and his acts, and to shape his course strictly in accordance with the known sentiments of the Supreme Government. Deceived no doubt as to the extent of his influence, and perhaps also as to the nature of his responsibilities, by the declaration in the *khureeta* that he possessed the entire confidence of the Viceroy, Colonel Phayre turned a deaf ear to these salutary counsels. He not only continued to urge upon Mulhar Rao to dismiss Mr. Dadabhoy Nowerjee, but he actually took it upon himself to advise the Prince to take for his Dewan a certain Dufterdar then employed in the Resident's own office. All this time the reforms which the Dewan was endeavouring to introduce were steadily discountenanced—or at all events were not in the least countenanced—by the Resident, who gave Mulhar Rao to understand that so long as Mr. Dadabhoy was Minister it was hopeless to expect that any real amelioration in the condition of things could be effected. Time was running on, and the obstructive policy pursued by the Resident was rendering nugatory the opportunities of redeeming the State which the period of eighteen months specified in the *khureeta* was intended to afford. Finding it wholly impossible to do what was required in the face of the obstinate attitude maintained at the Residency, the Baroda Government resolved to appeal to the Viceroy against Colonel Phayre. The first appeal to the Supreme Government against the Resident had already been forwarded to him for transmission, when the attempt to poison him by mixing arsenic in his sherbet strangely complicated matters, and created a profound sensation throughout the Empire. However, the formal complaint of the Baroda authorities was forwarded, not without an interval of delay, to its destination. About the same time the first halfyearly report of the Bombay Government relative to the progress of matters in Baroda during the probationary period, was sent to Calcutta. In that document the facts were set forth with great moderation, and there were evidences of a desire not to overstate the case against the Resident. The facts disclosed, however, were sufficient to satisfy the Supreme Government that the Resident had been guilty of grave derelictions of duty. The correspondence between him and the Bombay Government relative to the Dewan was called for, and it was then but too apparent that Colonel Phayre had acted all through with an animus which rendered his continuance in office altogether impossible. The action of the Government was unusually prompt and determined. It was felt to be highly important that no ground should be given to impugn the good faith of the British authorities in its dealings with the chief Native State of Western India. In according Mulhar Rao eighteen months' grace, and professing to allow him entire liberty to take such measures as to him seemed best for the reform of abuses, it was never intended that the efforts of the Native Government should be systematically thwarted by the action of British officials. To make manifest the *bona fides* of the British Government it was therefore necessary to dismiss the Resident, and that step was taken without a moment's hesitation. Colonel Phayre has been sent back to military duty, and Sir Lewis Pelly, the Governor General's Agent in Rajpootana, who was about to proceed on furlough for the benefit of his health has been ordered to proceed forthwith to Baroda. This energetic official will act there, as Special Commissioner, and give the Prince and his Dewan the advantages of his experience in [illegible]

সংবাদ।

—বোম্বাইয়ে এক জন অপরাধী মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া বলে যে এক জন হেড কনেষ্টেবেল এবং দুই জন কানষ্টেবেল তাহার নিকট হইতে এই রূপে অপরাধ স্বীকার করিয়া লয়। প্রথম তাহাকে একটী গৃহে আবদ্ধ করে। আবদ্ধ করিয়া তাহাকে পদাঘাত করে। তাহার পর তাহাকে বিবস্ত্র করে। এক জন পাকড়ীর কাপড় দ্বারা তাহার দুই হস্ত পিটে মোড়া করিয়া বাঁধে। শেষে তাহার চুল এলাইয়া দিয়া চুলের সঙ্গে কটি দেশের বস্ত্র বন্ধন করে। ইহাতে তাহার মস্তক পিটের দিকে ঝুলিয়া পড়িল। এই রূপ বন করিয়া এক জন তাহার চক্ষুর নিম্নে রুলের দ্বারা গুতা মারিতে লাগিল। তাহার স্কন্ধে ও পৃষ্ঠেও ইহারা প্রহার করে। সে এই আঘাতে মৃত্তিকায় পতিত হইল। তাহাকে তাহারা তুলিল। তুলিয়া তাহার পঞ্জরে রুলের আঘাত করিতে লাগিল। সে চুরি করিয়াছে এই কথা স্বীকার করাইবার নিমিত্ত তাহারা তাহাকে প্রহার করে। তাহারা বরাবর তাহাকে আশ্বাস দেয় যে, সে অপরাধ স্বীকার করিলে তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া দিবে এবং সে যদি কিছু না বলে তাহা হইলে তাহারা তাহাকে খুন করিবে। তাহার পর তাহারা তাহকে একটি প্রাচীরের নিকট লইয়া দাঁড় করাইল। তাহার চুল ঐরূপ কোমরে বাঁধা রহিয়াছে। সেখানে তাহাকে দাঁড় করাইয়া রুলের দ্বারা তাহার গলা চাপিয়া ধরিতে লাগিল। এই অবস্থায় তাহাকে কিছুক্ষণ রাখিলে তাহার প্রাণ ত্যাগ হইত। শেষে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া তাহাকে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। সে আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা তাহাকে যাহা বলিতে বলিল সে তাহাই বলিল।

—মহীশুরের মহারাজা এক দল ফিরিঙ্গি সৈন্য প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব করিতেছেন। মহারাজা যদি বুদ্ধিমান হন তাহা হইলে খাল কাটিয়া লোনা জল লইবেন না।

—ভূপালের বেগম ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট যে টাকার ঋণী ছিলেন তাহা তিনি সম্প্রতি পরিশোধ করিয়াছেন। ভূপালের বেগম অতিশয় বুদ্ধিমতী।

—গত দশ বৎসরের মধ্যে টাঞ্জোরের রাজা প্রায় দেড় লক্ষ টাকা সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়াছেন।

—যাকুব খাঁকে বন্দী করিয়া সেয়ার আলি এক্ষণ তাঁহার সৈন্য দ্বারা হিরাট পরিপূর্ণ করিবার সংকল্প করিতেছেন।

—এলাহাবাদ হাইকোর্টে একটী স্ত্রী পরিত্যাগের নালিশ রুজু হইয়াছে। বাদী হ্যারিংটন সাহেব এবং প্রতিবাদী তাহার স্ত্রী ওডান সাহেব। মিবি হ্যারিংটন ডান সাহেবের প্রেমে আবদ্ধ হওয়ায় এই মকর্দ্দমার উৎপত্তি হইয়াছে।

—ত্রিবাঙ্কুরের দ্বিতীয় রাজ পুত্র অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন। ইংরাজদের উপর ইনি এ রূপ চটা যে ইংরেজী ডাক্তার কর্ত্তৃক তিনি কোন প্রকারে চিকিৎসিত হইবেন না। প্রথম রাজ পুত্র ইংরেজদের অত্যন্ত গোঁড়া।

—বোম্বাইয়ের এক খানি কাগজ বলেন যে, দক্ষিণী ব্রাহ্মণ ও কচ বানিয়াদের মধ্যে সত্বর দুটী তিনটী বিধবা বিবাহ হইবে।

—শুনা যাইতেছে যে ধৃত নানাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত যে সকল সাক্ষী আনয়ন করা হয় তাহাদের পাথেয় ব্যয়ের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের দেড় লক্ষ টাকা নিকট হইতে এই টাকা গুলি লইলে তাঁহার সাত ঘাটের জল খাওয়া হয়।

—এক জন ইংরাজ পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কাজ করিতেন। তিনি দিল্লি গেজেটে লিখিয়াছেন যে, "আমি শুনিলাম যে মহারাজা সিন্ধিয়া নানাকে বন্দী করিয়াছেন কিন্তু আমি ইহার কিছু মাত্র বিশ্বাস করিনা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে নানা জীবিত নাই এবং যদিও এ ব্যক্তি প্রকৃত নানা হয় তথাচ যখন তান্তিয়াতোপি মৃত্যু কালে স্বীকার করিয়াছিল যে কানপুরের হত্যাকাণ্ড সমুদয় তাহা কর্ত্তৃক হয় সেখানে ধৃত ব্যক্তিকে আর ফাঁসি দেওয়ার যো নাই।"

—আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে বান্ধবের সম্পাদক পীড়িত হওয়াতে বর্ত্তমান মসের বান্ধব বিলম্বে প্রকাশিত হইবে।

—সে দিবস যে সাহেব মুসলমান জানবাজারে এক ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহার প্রতি ৭ বৎসর কারাবাসের হুকুম হইয়াছে।

—মহারাণী বিকটোরিয়া তাঁহার স্বামীর জীবন চরিত লিখিতে আরম্ভ করেন। তাহা সমাপ্ত হইয়াছে। অল্প দিনের মধ্যে উহা প্রকাশিত হইবে।

—এইরূপ রাষ্ট্র যে বোখারার আমীর বিস্তর শস্য সংগ্রহ করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি তুর্কিদিগের প্রতি আদেশ করিয়াছেন যে তাহারা রুশীয়দিগের সঙ্গে কোন বিবাদ বিসম্বাদ না করে, বরং তাহারা যাহা বলেন তাহা প্রতিপালন করে। অনেকে এই জন্যরবে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে শীঘ্র কোথায় একটি যুদ্ধ হইবে।

—মান্দ্রাজে ওমর চাঁদ নামক এক ব্যক্তির প্রতি গবর্ণমেণ্ট বিশেষ অবিচার করেন। মান্দ্রাজবাসীরা ৫ হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া ইহাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতেছেন। ওমর চাঁদ বিলাতে গমন করিয়া ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট আপীল করিবেন।

—আমীর যখন যাকুব খাঁকে বন্দী করেন, সেই সময় যাকুব খাঁর এক জন ভৃত্য পলায়ন করিয়া হিরাট অভিমুখে গমন করে। আমীর এই সম্বাদ শুনিয়া তাহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহার অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। এই রূপ রাষ্ট্র যে হিরাটের সর্দ্দার এবং যাকুব খাঁর ভ্রাতাকে তাহার বন্দী হওয়ার সম্বাদ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত তাহার ভৃত্য হিরাটে উপস্থিত হইতেছে।

—এই রূপ প্রস্তাব হইতেছে, যে বোম্বাইয়ের ন্যায় কলিকাতা হইতেও আর এক খানি দৈনিক ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসম্যান পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। ইহার প্রতি খণ্ডের মূল্য এক আনা হইবে। ষ্টেটসম্যান এখান হইতে প্রকাশ হইলে ইংলিশম্যানের না হউক ডেলিনিউসের সম্পূর্ণ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। যাহাদের অল্প আয় এই রূপ ফিরিঙ্গী ও এ দেশীয় গণই ডেলিনিউস লন। ষ্টেটসম্যানের মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প হইলে তাহারা সম্ভাবতঃ তাহাই গ্রহণ করিবেন।

—কিছু দিন হইল ডাক্তার লুইস অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ করেন যে, এ দেশের কোন২ রোগে রক্তের মধ্যে এক রূপ কীটাণু জন্মে। তিনি এই অনুসন্ধানে অদ্যাপি ব্যাপৃত আছেন। সম্প্রতি তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে এ দেশে কুকুরের রক্তে এক রূপ কীটাণু উৎপন্ন হইয়া উহা পীড়িত হয়।

—কাবুলের আমীর তাহার প্রিয় পুত্র আবদুল্লা জানকে সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে হিরাটের গবর্ণর পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতেছেন।

—অনেকে প্রসিদ্ধ বক্তা ও মানবহিতৈষী জজ্জ টমসনের নাম শ্রুত আছেন। ইনি কলিকাতায় আসিয়া কিছু কাল অবস্থিতি করেন এবং টাউন হলে যে সকল বক্তৃতা দেন তাহা পাঠ করিলে এখনও পরম বন্ধু এবং ইহারই যত্নে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনের প্রথম সূত্রপাত হয়। ইনি কয়েক বৎসর পারলিয়ামেণ্টের মেম্বর ছিলেন। তৎপর আমেরিকার দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান। সম্প্রতি ইনি অতি দৈন্য অবস্থায় আমেরিকায় কাল যাপন করিতেছেন। ইহার বন্ধু বান্ধবগণ ইহার সাহায্যার্থে একটি চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন। এ দেশীয়দের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা এই মহৎ ব্যক্তিকে যথাসাধ্য সাহায্য করেন। টমসন সাহেবের বয়ঃক্রম ৭০ বৎসরের বেশী হইয়াছে।

—দারজিলিঙ্গে এক জন মেম সাহেব উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার মানসিক পীড়া উপস্থিত হইয়া ছিল।

—পট সাহেবের জিওমেট্রিতে একটি ভুল থাকে। চাকদহার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামবাসী বাবু অক্ষয় কুমার মহুরি নামক এক ব্যক্তি এই ভুলটি বাহির করিয়া ইংলণ্ডে পট সাহেবের নিকট উহা সংশোধন করিতে লেখেন। সম্প্রতি পট সাহেব নিজের ভুল স্বীকার পূর্ব্বক অক্ষয় বাবুকে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন। পত্র খানি মিরারে প্রকাশিত হইয়াছে।

—সাধু মোহান্ত ওরফে কেদার নাথ মিত্র এবং চঞ্চলা দাসীর বিষয় বোধ হয় পাঠকগণের স্মরণ আছে। গত পরশ্ব তাহার মকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে। চঞ্চলা দাসী অশ্রুপূর্ণ নয়নে সাক্ষ্য দেয়। জুরিরা না উঠিয়াই আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেন। আসামী চঞ্চলার সহিত পরদ্বার করিয়াছে ইহা প্রমাণ হয় না, তবে সে যে চঞ্চলাকে প্রলোভন দ্বারা ভুলাইয়া লইয়া যায় ইহা প্রমাণীকৃত হয়। এই অপরাধে সাধু মহান্তের প্রতি দুই বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। হরি নামক যে ব্যক্তি সাধুকে সহায়তা করে তাহার তিন মাস মেয়াদ হইয়াছে।

—স্ত্রী হত্যা করার রোগটী ইংলণ্ডে ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি এক জন নৃশংস মধ্যরাত্তি লোক তাহার স্ত্রীকে এই রূপে খুন করে। প্রথম তাহার মুখ ও হস্ত পদাদি বস্ত্র ও রজ্জু দ্বারা উত্তম করিয়া বন্ধন করে। তৎপর কিরোসাইন তৈল তাহার গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া দেয়। তদন্তর একটী দেয়া সলাই জ্বালিয়া তাহার বস্ত্রে অগ্নি লাগাইয়া দেয়। নিমেষের মধ্যে স্ত্রী লোকটি অগ্নি কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত হয় এবং পাচ মিনিটের মধ্যে দগ্ধ হইয়া সে প্রাণ ত্যাগ করে। হত্যাকারীর একটী শিশু সন্তান গৃহ মধ্যে ছিল। সে তাহার মাতার এই রূপ অবস্থা দেখিয়া চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। তাহার ক্রন্দন শুনিয়া প্রতিবাসীরা উপস্থিত হয় এবং শিশু সন্তানটি সমুদয় বিবরণ তাহাদিগকে বলে। হত্যাকারী ইতি মধ্যে অদৃশ্য হয়, কিন্তু কিছু ক্ষণ পরে সে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হয়। হত্যাকারীর ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। মৃত্যু কালে এ ব্যক্তি বলে যে, তাহার অপর একটী রমণীর উপর ভালবাসা জন্মে, এবং তাহার স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে না এই জন্যে তাহাকে হত্যা করে। হত্যাকারী মরিবার পূর্ব্বে এই রমণীটির সহিত দেখা করিতে চাহে, কিন্তু উক্ত রমণী তাহার নিকট কোন ক্রমে উপস্থিত হয় না।

—গত শুক্রবারে দিনের বেলা কলিকাতা বড় বজারে একটি ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। কতক গুলি হিন্দুস্থানী একটি চাউলের দোকানে পড়িয়া লুঠ পাঠ করিয়া লইয়া যায়। পুলিশ মহাত্মারা বড় একটা নিকটে ঘেঁসিয়া ছিলেন না।

—যশোর স্মল কজ কোর্টের জজ বাবু ব্রজ মোহন দত্তকে বোধ হয় অনেকে জানেন। ইনি সম্প্রতি একটি সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। আমাদের দেশ হইতে বেদাধ্যয়ন ক্রমশঃ লোপ প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার চর্চ্চার নিমিত্ত তিনি দুটী বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। যাহারা কাশীতে থাকিয়া বেদাধ্যয়ন করিয়া উহা বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করিবেন তাহারাই এই বৃত্তিদ্বয় প্রাপ্ত হইবেন। ব্রজ মোহন বাবুর দান শীলতার এই প্রথম পরিচয় নহে, আমরা তাহার বদান্যতার বিষয় মাঝে২ শুনিয়া থাকি।

—বরদার গুইকারের আর এক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। তাহার প্রজাদিগের মধ্যে এইরূপ রাষ্ট্র হইয়াছে যে তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শীঘ্র রাজ্যচ্যুত হইবেন এবং এই নিমিত্ত কেহ সহজে রাজস্ব প্রদান করিতেছে না। ইউরোপীয় জাতি আর কাঁচ পোকা সমান। কাঁচ পোকা আরশুলার উদরে ডিম্ব প্রসব করিয়া পলায়ন করে। সেই ডিম্ব হইতে কীট উৎপত্তি হইয়া আরশুলার শরীর আহার করিয়া তাহারা ক্রমে সবল ও সজীব হয় এবং আরশুলা প্রাণত্যাগ করে। ইউরোপীয়েরা যদি কোন দেশের বিন্দু মাত্র ভূমি অধিকার করিতে পারেন তাহা হইলে সে দেশ অচিরাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

—আগ্রার সম্বাদ পত্রে এইটি প্রকাশিত হইয়াছে। যাকুব খা কাবুলে উপস্থিত হইলে আমীর একটি দরবার করেন এবং তাহাকে আহ্বান করিয়া সম্মুখে উপবেশন করিতে বলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন। "যাকুব খা, তুমি যদি হিরাটে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চাহ, তাহাতে আমি সম্পূর্ণ সম্মত আছি কিন্তু আমি সসৈন্যে তোমার পশ্চাদ পশ্চাদ গমন করিব। আমি হিরাটে উপস্থিত হইলে তুমি যদি আমার কোন প্রতিবন্ধক জন্মাও আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিব এবং তোমাকে বন্দী করিয়া তোপ দ্বারা উড়াইয়া দিব। তুমি যদি কাবুলে থাক তবে আমি তোমাকে বন্দী করিয়া রাখিব, কোন মতে ছাড়িয়া দিব না।" যাকুব খা বলিলেন যে "আমি আপনার দাস, আপনার আজ্ঞা পালন করিয়াছি। আপনার প্রতি যদি আমার কোন রূপ সন্দেহ থাকিত তাহা হইলে আমি হিরাট পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিতাম না। এ পর্য্যন্ত আমি আপনার উপর পুত্রের দাবি করিতাম কিন্তু এখন আমি আপনার দাস হইলাম।" আমীর একটু বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে 'তুমি কেন আমাকে তাচ্ছিল্য ও অসম্মানসূচক পত্র লিখিয়া ছিল?' যাকুব খা অস্বীকার করিলেন যে তিনি এরূপ কোন পত্র লিখেন নাই। আমিরের আজ্ঞানুসারে মুনশি পত্র সমুদয় বাহির করিল, কিন্তু যাকুব খা বলিলেন যে এ সমুদয় পত্র তাহার হস্ত লিখিত নহে অথবা ইহাতে তাহার নিজের মোহর মুদ্রাঙ্কিত নাই। পত্র গুলি সমুদয় জাল। আমীর অত্যন্ত রাগান্ধ হইয়া বলিলেন তুমি কি বল যে আমি এ সমুদয় জাল করিয়াছি? সর্দ্দার যাকুব বলিলেন তিনি তাহা বলিতেছেন না, কিন্তু আমীর প্রতিজ্ঞা করিয়া উহা যেরূপ পালন করেন তাহা সকলেই অবগত আছেন।

—নানা সম্বন্ধে বোম্বাই গেজেটে এই সম্বাদটী প্রকাশিত হইয়াছে। ডাক্তার টেসিডার এখন বলিতেছেন যে তিনি নানার শরীরে কখন এরূপ কোন অস্ত্র করেন নাই, যাহাতে অস্ত্র করার দাগ তাহার শরীরে থাকার সম্ভাবনা।

—দার্জিলিং জেলাতে ১৮৭০ খৃঃ অব্দে ২১ হাজার মন, ৭১ খৃ অব্দে ৩০ হাজার মন, ৭২ খৃঃ অব্দে ৩৪ হাজার মন এবং ৭৩ খৃঃ অব্দে ৪৫ হাজার মন চা উৎপন্ন হইয়াছে। ইংরাজেরা চার আবাদ এ দেশে আরম্ভ করিয়া যে একটী নূতন রত্ন খনি আবিস্কার করিয়াছেন তাহা আমরা চিরকাল স্বীকার করিব।

—নানা নারায়ণ রাও ধৃত ব্যক্তিকে দেখিয়া বলেন যে, এ ব্যক্তি নানা নহে। নানা উত্তম মহারাষ্ট্রীয় ভাষা জানিতেন, কিন্তু এ তাহা জানে না! নানা কাণে কুণ্ডল ব্যবহার করিতেন এবং এই নিমিত্ত তাহার কাণে ছিদ্র ছিল, ইহার তাহা নাই। নানার ২৭ বৎসর বয়সের সময় তাহার একটি চিত্র লওয়া হয়। এই চিত্রটি তিনি কলেক্টরকে দেখান। এই চিত্রের সঙ্গে ধৃত ব্যক্তির কিছু মাত্র সৌসাদৃশ্য নাই। ইহার হিসাব মত নানার বয়স ৫০ কি ৫২ বৎসর হইয়া থাকিবে।

—বোম্বাইয়ের হেলথ অফিসার স্মিথ সাহেব ক্রমাগত দুই বৎসর পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, বৃহৎ নগরে যে সমুদয় আবর্জ্জনা থাকে তাহা অগ্নি দ্বারা ভস্ম করিয়া সেই ছাইয়ের তিন ভাগের সঙ্গে লে ইহা দ্বারা উত্তম সার প্রস্তুত হয়। তিনি বোম্বাইতে এই প্রণালী দ্বারা সার প্রস্তুত করিয়াছেন এবং কৃষকেরা প্রতি গাড়ি চারি আনা মূল্যে ক্রয় করিতেছে। এই সার যে ক্ষেত্রে নিঃক্ষেপ করা যায় তাহাতে প্রচুর শস্যাদি উৎপন্ন হয়।

—সার রিচার্ড টেম্পল উড়িষ্যা হইতে গত শুক্রবারে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

—বোম্বাইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় এক জন জুয়াচোর প্রকাশ করে যে সে প্রশ্নের কাগজ ছাপাখানা হইতে আনিতে পারে কিন্তু অর্থাভাবে পারিয়া উঠিতেছে না। পরীক্ষার্থিরা এই কথা শুনিয়া হারাহারি করিয়া তাহাকে দুই হাজার টাকা দেয়। সে ব্যক্তি প্রশ্নের কাগজ আনিয়া দেয়। ছাত্রেরা সারা দিন রাত্র পরিশ্রম করিয়া কেবল প্রশ্নের উত্তর গুলি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে আর কিছু পড়ে না, কিন্তু পরীক্ষা গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখে যে সমুদয় নূতন প্রশ্ন।

—আমাদের আণ্ডার সেক্রেটরি গ্রাণ্ট ডফ বোম্বাইয়ে পৌছিয়াছেন। তিনি বোম্বই হইতে দিল্লি আগ্রা কানপুর এবং অন্যান্য কয়েক স্থান দর্শন করিয়া মার্চ মাসে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিবেন।

—চিন বালকেরা ক্রমাগত আমেরিকায় গমন করিতেছে। আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করি যে সেখানে ছয় জন বালক বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। আর ৩০ জন বালক সত্বর সেখানে এই উদ্দেশে গমন করিবে। চিন বালকেরা আমেরিকায় উপস্থিত হইয়া দুই২ জন স্বতন্ত্র২ ভদ্র পরিবারে রক্ষিত হয়। সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রথম তাহারা ইংরাজি ভাষা অভ্যাস করে। চিন দেশীয় শিক্ষা বিভাগের এক জন কমিশনার আমেরিকায় অবস্থিতি করেন, তিনি তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। বালকেরা প্রতি বৎসর দুই কি চারি সপ্তাহ ইহার নিকট অবস্থিতি করে এবং ইনি ইহাদিগকে নিকট রাখিয়া পরীক্ষা করেন যে ইহাদের স্বভাবে কি আচার ব্যবহারের কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না চিন বালকেরা নানা নগরে অবস্থিতি করিতেছে এবং যেখানে অবস্থিতি করিতেছে সেই খানে তাহারা ভারি প্রিয়।

—পূর্ব্বে রাষ্ট্র হয় যে সিন্ধিয়ার সৈন্য দল বিদ্রোহী হইয়াছে। এখন শুনা যাইতেছে যে সে মিথ্যা। গোলিয়ারে নানার ধৃত হওয়া সম্বন্ধে কোন রূপ গোল হয় নাই।

—বারিষ্টার নিউটন এবং ডাক্তার চিবার্স নানাকে নিশানদিহী করিবার নিমিত্ত কানপুরে গমন করেন। তিনি ধৃত ব্যক্তিকে দেখিয়া বলেন যে এ নানা নহে।

—মেদিনীপুরে ঝড়ে যে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহার অদ্যাপি নিরাকরণ হয় নাই। সেণ্ট্রাল রিলিফ ফণ্ড হইতে এই সমুদয় ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থে দুই লক্ষ টাকা দান করা হইতেছে।

—অনেকে জানেন জিপসি নামক ইংলণ্ডে একটী যাজবর জাতি আছে। এই জাতিটী শুদ্ধ ইংলণ্ডে অবস্থিতি করে না, ইউরোপের সর্ব্বত্রেই ইহাদিগকে দেখা যায়। অনেকে বলেন ইহারা ভারতবর্ষের কোন হিন্দু জাতি হইতে উৎপন্ন। অনেক দিন হইল আসিয়াটিক রিসার্চে এক জন জিপসীদিগের ভাষার সঙ্গে হিন্দি ভাষার ঐক্যতা দেখান। সম্প্রতি আর এক জন এই রূপ যত্ন করিয়াছেন। তাহার বিবেচনায় ভারতবর্ষের ডোম কি অন্য কোন হীন জাতি হিন্দু সমাজ হইতে পতিত হইয়া দেশ বিদেশে গমন করে এবং তাহার গণনায় ১৪০০ খৃঃ অব্দে ইহারা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে। এই অনুমান কত দূর সত্য তাহা আমরা জানি না, কিন্তু তাহাদের আচার ব্যবহার ব্যবসায় এবং ভাষা প্রভৃতি এ দেশীয় যাজবরদিগের সঙ্গে এত ঐক্য যে ইহারা যে সকলে এক পরিবারস্থ তাহার কোন সন্দেহ নাই।

—সম্প্রতি বাঙ্গলা সঙ্গীত বিদ্যালয়ের স্বাম্বৎসরিক পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে ভারি সমারোহ হইয়া গিয়াছে। অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও বাঙ্গালী সেখানে উপস্থিত হন। এই উপলক্ষে বিখ্যাত গায়ক [illegible]

—ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষ ভিন্ন বোধ হয় পৃথিবীর সকল দেশে জাত্যভিমান আছে। সম্প্রতি এক জন চিন আমেরিকায় গমন করিয়া তাহাদের স্বধর্ম প্রচারের যত্ন করিতেছেন। তিনি বক্তৃতা কালে বলেন যে "গাম্ভির্য্যতা, সত্য নিষ্ঠা, ধর্ম্ম এবং পিতৃ মাতৃ ভক্তি এই পাঁচ ধর্ম্ম দ্বারা চিন জাতিকে প্রায় ২০ সহস্র বৎসর সজীব অবস্থায় রাখিয়াছে। আমরা মন্দিরে দেব মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করি ইহা দ্বারা খৃষ্টানদিগের অপেক্ষা আমরা ঈশ্বরকে নিগূঢ় ভাবে এবং সহজে ধ্যান করি। তিনি বলেন চিন সমাজ অপেক্ষাকৃত অধিক সরল এবং নৈপুণ্যতাশালী, চিনদেশীয় সরল ও দয়াপূর্ণ জন সমাজে অদ্যাপি ইউরোপ ও আমেরিকার নিষ্ঠুরতা, অসভ্যতা, এবং ধন লিপসতা প্রবেশ করে নাই এবং বক্ত অহংকার করিয়া বলেন যে চিন দেশের জন সংখ্যা ৪৫ কোটী লোক, কিন্তু আমেরিকায় চারি কোটী লোকের মধ্যে বৎসর যত হত্যা হয় চিন দেশে বৎসর তত হত্যা হয় কি না সন্দেহ। তিনি শেষে চিন জাতির নম্র এবং সরল স্বভাব এবং নির্জনপ্রিয়তা লইয়া গৌরব করিয়া বলেন, যে পর্য্যন্ত পশ্চিম দেশীয় সভ্যতা তাহাকে আক্রমণ না করিয়াছিল তত দিন তিনি অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন।" এক জন চিন আমেরিকায় গিয়া স্বদেশের এই রূপ গৌরব করিলেন এবং এক জন বাঙ্গালি আমেরিকায় গিয়া কি বলেন? তিনি বলেন, বাঙ্গালি জাতি ভারি পাজি, পৃথিবীর যত রূপ পাপ আছে সমুদয় আমাদের সমাজে বিরাজমান রহিয়াছে, আমাদের ধর্ম্ম নিকৃষ্ট ও অসভ্যতম। পৃথিবীর সকল জাতিই আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

—২৭শে নবেম্বরে টাইমস্ অব ইণ্ডিয়াতে নানা সম্বন্ধে এই সম্বাদ গুলি প্রকাশিত হইয়াছে। যখন মোরারে ডাক্তার টেসিভর নানার সঙ্গে দেখা করিতে যান, তখন তাহার সঙ্গে আর আর অনেক লোক ছিল, কিন্তু তিনি উপস্থিত হইবা মাত্র ধৃত ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া ডাক্তার সাহেবকে বলিল আমি নানা সাহেব না। ইহাতে বোধ হইতেছে বন্দী ব্যক্তি টেসিভর সাহেবকে পূর্ব্বে চিনিত। ডাক্তার চিবার্স বন্দী ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন, কিন্তু তিনি ইহাকে দেখিয়া কি বলিয়া গিয়াছেন তাহা প্রকাশ হয় নাই।

—দিল্লিগেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে যে, এক দিন অনেক রাত্রে এক জন ডাক্তার নানাকে দেখিতে যান। নানার অম্বলের পীড়া আছে, তাহা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং ডাক্তার ইহার ঔষধ ব্যবস্থা করিতে গমন করেন। তিনি গিয়া দেখেন যে, ধৃত ব্যক্তি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছে এবং কারাগারের মধ্যে সে পদ চালনা করিয়া বেড়াইতেছে। সে ডাক্তারকে দেখিয়া বলিল যে, "আমি যে নানা তাহা প্রমাণ করে ইহা কাহার সাধ্য নাই।"

—দুই জন গোরা এক দিন রাত্রে বোম্বাইতে পরিভ্রমণ করিতে বহির্গত হয়। পথে গুমদ্দিন মতিরাম নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে তাহাদের দেখা হয়। মতিরাম এক জন দোকানদার। সে দোকানে একাকী বসিয়া তামাক খাইতে ছিল। গোরাদিগের এক জনের নাম উইলসন এবং আর এক জনের নাম মার্ফি। উইলসন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে সে ইংরাজি বুঝে কি না। মতিরাম বলিল না। ইহা বলিয়া সে গোরাদিগকে তাহার দোকান হইতে অন্যত্র যাইতে বলিল। কিন্তু উইলসন না যাওয়াতে সে চৌকিদার বলিয়া ডাকে। উইলসন ইহাতে বিরক্ত হইয়া মতিরামকে বন্দুক মারিল। মতিরামের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইল। তৎপর তাহারা সেখান হইতে একটি মদের দোকানে গিয়া মদ পান করে এবং ব্যারাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উইলসন সকলের নিকট গৌরব করিয়া বলে যে, "আমি এক জন কাল মানুষকে খুন করিয়া আসিয়াছি।" রাজ দ্বারে বিচার হইয়া উইলসনের দশ বৎসর মাত্র মিয়াদ হইয়াছে।

—ছাতারার মহারাজা আবা সাহেবকে গবর্ণমেণ্ট মাসে আড়াই হাজার [illegible] পেনসেন এবং [illegible]

—নেপালিরা বাস হইতে পাতলা একরূপ কাগজ প্রস্তুত করে। ইহা অতিশয় পাতলা এবং শক্ত।

—ক্যাপ্টেন ট্যালর নামক এক ব্যক্তি ঝটিকা কি নিয়মাধীন তৎসম্বন্ধে মান্দ্রাজে বক্তৃতা দিতেছেন। আজকাল এদেশে ঝড়ের যে রূপ উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে ঝটিকা সম্বন্ধে কোন নিয়ম সত্বর আবিষ্কার করা কর্ত্তব্য। এদেশীয় প্রাকৃতিতত্ত্বগণ কেন এই আবিস্কারটী করিবার যত্ন করুন না?

—যাহারা সঙ্গীত পারদর্শী এবং যাহারা উৎকৃষ্ট নাটক লিখিতে পারেন তাহাদের নিমিত্ত অর্ডার অব দি লাইয়ার নামক নূতন একটী উপাধি জারমেনতে সৃষ্ট হইয়াছে। এ দেশে এ রূপ কিছু করা কর্ত্তব্য। পাথুরিয়াঘাটার রাজবাটী আজ কাল সঙ্গীতের প্রধান স্থান। সেখান হইতে এটি হওয়া কর্ত্তব্য। সঙ্গীতের হউক আর না হউক নাটক সম্বন্ধে কিছু শাসন নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

—আলাহাবাদ মিউনিসিপালিটী এই রূপ একটী নূতন আইন প্রচার করিতেছেন যে, যে সমুদয় ব্যক্তি আলাহাবাদের সিবিল সারজন হইতে কোন রূপ অনুমতি পত্র প্রাপ্ত না হইবে তাহারা সেখানে চিকিৎসা অথবা ঔষধালয় স্থাপন করিতে পারিবে না। ইহাতে কি রূপ ফল উৎপত্তি হয় তাহা আমরা এখন বলিতে পারিনা, কিন্তু ইহাতে যে ডাক্তারদিগের ভিজিটের চার্জ্জ বৃদ্ধি হইবে এবং অনেক দরিদ্র লোকের চিকিৎসাভাবে যে কষ্ট হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

—বোধ হয় অনেকের স্মরণ আছে যে কর্ণাল বেকার নামক এক ব্যক্তি ভবিষ্যৎ বাণী করেন যে ১৮৭৪ সালে ৬ই ডিসেম্বর তারিখে বর্ত্তমান জগতের লয় হইবেক। ঐ তারিখে যীশু তাহার সহচর সহ নভোমণ্ডলের উপরি ভাগে অদৃশ্য ভাবে অবস্থিতি করিবেন। এদিকে পৃথিবীতে মহা প্রলয় উপস্থিত হইয়া মৃত ব্যক্তি সমুদায় মৃত্তিকা হইতে উত্থান করিয়া তাহাদিগের সহিত মিলিত হইবেন। পৃথিবীতে যে একলক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার পবিত্র কুমারী কন্যা আছেন তাঁহারা আর কিছু দিন পরে অর্থাৎ ২৫ সে জানুয়ারিতে তাহার সঙ্গে গিয়া মিলিত হইবেন। কুমারিরা এক মাস সময় পাইবেন। কর্ণেল সাহেব পরামর্শ দিয়াছেন যে যাহারা অবিবাহিতা তাহাদের এক মাস সময় যে থাকিল ইহার মধ্য তাহাদের বিবাহ করা উচিত। ৬ই ডিসেম্বর গত হইয়াছে এবং যদিও তাহার ভবিষ্যৎ বাণী সফল হয় নাই, তাহার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ সফ হইয়াছে তহর বোধ হয় একটী স্ত্রীর প্রয়োজন হইয়াছি। সেই নিমিত্ত তিনি এই রূপ ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন।

—বার্লিনে এক জন পাদ্রি ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা দিতেছিলেন। সেখানে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল। ইতি মধ্যে এক জন পুলিসম্যান সেখানে উপস্থিত হইয়া শ্রোতৃবর্গকে গালি দিয়া দূর করিয়া দেয়। পাদ্রি সাহেব পুলিসের নামে অভিযোগ করেন। পুলিসম্যানের এক বৎসর মেয়াদ হইয়াছে।

—লেফটেনাণ্ট গবর্ণর উড়িষ্যায় উপস্থিত হইলে উড়িষ্যার বেশ্যাগণ লেফটেনেণ্ট গবর্ণরকে ইহাই বলিয়া এক খানি আবেদন করে যে গবর্ণমেণ্ট হইতে আদেশ হইয়াছে যে বেশ্যাগণ বেশ্যাবৃত্তির নিমিত্ত কোন কন্যা ক্রয় ও লালন পালন করিতে পারিবে না। কিন্তু বটবর দেব মন্দির ও অন্যান্য দেবালয়ে কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে বেশ্যাদিগের প্রয়োজন হয়। বিশেষতঃ দেশের মধ্যে যে সমুদয় জারজ কন্যা তাহাদিগকেই তাহারা স্ববৃত্তি শিক্ষা দেয়। তাহারা যদি ইহাদিগের লালন পালনের ভার গ্রহণ না করে তাহাদের পিতা মাতা তাহাদিগের প্রতি কোন রূপ যত্ন করিবে না এবং হয় তাহারা অযত্নে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইবে নয় তাহারা জীবিত থাকিয়া সমাজের উৎপীড়া করিবে। বেশ্যাদিগের আবেদনে লেফটনেণ্ট গবর্ণর কি হুকুম দেন তাহা প্রকাশ হয় নাই, কিন্তু প্রকৃত যদি এই সমুদয় কন্যারা জারজ এবং অযত্ন কর্ত্তৃক তাহারা সমাজের উৎপীড়ক হয় তবে হয় তাহাদিগকে বেশ্যাদিগের হস্তে অর্পণ করা কর্ত্তব্য নচেৎ তাহাদের লালন পালন শিক্ষার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের কোন রূপ উপায় করা কর্ত্তব্য। বেশ্যাবৃত্তি সমাজ হইতে উৎপাটন করা সম্ভব কি অসম্ভব তাহা আমরা জানিনা কিন্তু এই জারজ কন্যাগণ প্রকাশ্য বেশ্যা হইয়া থাকিয়া যত অনিষ্টই করুক যদি ইহারা সমাজে অবস্থিতি করে তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক অনিষ্ট করিবে।

—কখন কখন কোন কোন পীড়া সংক্রামক হইয়া উঠে, আবার ডাক্তারদিগের মতে বসন্ত প্রভৃতি কয়েকটী রোগ স্বাভাবিক সংক্রামক। এই রোগ যে বাটী হয় সে বাটী এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা যে দ্রব্যাদি ব্যবহার করেন সে সমুদয় দ্রব্য দূষিত হয় এবং অনেক সময় অনেকে এই সমুদয় দ্রব্য ব্যবহার করিলে উক্ত রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত অনেক সময় অনেকে কোন নূতন বাটী ভাড়া লইয়া সাংঘাতিক রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। ইংলণ্ডে যে বাটীতে সংক্রামক রোগে কেহ মরিয়াছে এরূপ বাটীর দোষ সংশোধন না করিয়া কাহাকে ভাড়া দিলে তিনি রাজ বিচারে দণ্ডিত হন। সম্প্রতি লিবরপুলে এই জন্যে দুই ব্যক্তি দণ্ডিত হইয়াছে। এ দেশে বাজারে নাপিত দ্বারা ক্ষৌরী হইয়া অনেকে কদর্য্য পীড়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। নাপিতগণ পয়সা পাইলে রোগগ্রস্থ ব্যক্তিকে ক্ষৌরি করে এবং যে ক্ষুরে এই রূপ ব্যক্তিকে ক্ষৌরি করে সেই ক্ষুরে অপর কাহাকে ক্ষৌরি করিয়া প্রায় তাহাতে রোগ গ্রস্থ করে। ক্ষৌরি হইবার সময় আবার যদি রক্তপাত হয় এবং তাহার সঙ্গে এই দুষিত ক্ষৌরের সংমিশ্রিত হয় তাহা হইলে প্রায়ই রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

ভর শংকর ভট্টাচার্য্য, লাখুরিয়া, কালিগঞ্জ - ইহাদিগের গ্রামের নিকটে যে নদি আছে তাহাতে দুই খানি রেড়ী (ক্যাষ্টার ওয়াইলের বিচি) পূর্ণ নৌকা জলমগ্ন হয়। ঐ রেড়ী অল্প মূল্যে গ্রামস্থ কলুরা ক্রয় করে এবং উহাতে শরিষা মিশ্রিত করিয়া তৈল প্রস্তুত করে। একটী বালক এই তৈল মধু বিবেচনায় পান করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। পত্র প্রেরক এই ঘটনাটী ক্ষুদ্র২ অক্ষরে দুই তক্ত কাগজ পরিপূর্ণ করিয়া লিখিয়াছেন। পত্রের উপরে প্রথম একটী চতুষ্পদী সংস্কৃত কবিতা লেখা হইয়াছে তৎপর দুর্ভাগা ভারত ভূমি বলিয়া খেদোক্তি করা হইয়াছে, তৎপর দুর্ভিক্ষের বর্ণনা ও রেড়ীর তরণীর জল মগ্ন, এবং অবশেষে যমের প্রতি ভর্ৎসনাসূচক একটী পদ্য লিখিয়া পত্র খানি শেষ করা হইয়াছে।

এক জন পাঠক, দারজিলিং—পূর্ব্বে জুয়া খেলা উপলক্ষে কুলির সর্দ্দারের সহিত মোসলমান দোকানদারের যে মকর্দ্দমা উপস্থিত হয়, ২৩ শে নবেম্বর দিবসে তাহার বিচার নিষ্পত্তি হইয়া কুলীর সর্দ্দারের দুই মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে। কিন্তু উহা দ্বারা যে জুয়া খেলা নিবারিত হয়, তাহার কিছুই দেখা যায় না। ও রূপ অনেক বার হইল।

শ্রীকুঞ্জ বেহারী দেব—কলিকাতার গার্ডনরিচের সামীল মেটে বুরুজের দক্ষিণাংশে মুদিয়ালী ও তচ্চতুস্পার্শস্থ গ্রাম নিচয়ের অনাথা বিধবাদিগের ভরণ পোষণ ও অনাথ বালক বালিকাগণের বিদ্যা শিক্ষার এবং নিরুপায় রুগ্ন ব্যক্তিদিগের ঔষধ পথ্যের সাহায্যার্থ 'মুদিয়ালী হিতৈষিণী সভা' নাম্নী একটী সভা গত শ্রাবণ মাসে স্থাপিত হইয়াছে। সভার মাসিক আয় বেশী না হওয়া প্রযুক্ত অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম হইতে নয়টী অনাথা প্রাচীনা ও একটী অন্ধকে তণ্ডুল প্রদত্ত হইতেছে। গত ১৪ ই অগ্রহায়ণ রবিবারে সভার তৃতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ দিনে দুঃখী শীতার্ত্তদিগকে ১৫০ খানী শীত বস্ত্র প্রদান করা হইয়াছে। মাসিক সাহায্য পাইতেছে না, অতএব দেশ হিতৈষী বদান্যবর মহোদয়গণ সমীপে প্রার্থনা এই যে, দুঃখীদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া সভায় কিঞ্চিৎ২ অর্থ প্রদান পূর্ব্বক কৃতার্থ করুন।

শ্রীগোয়ালন্দ—গবর্ণমেণ্টের অত্রত্য আফীশাদি রেলওয়ে ষ্টেসনের পূর্ব্ব দিকে সংস্থাপিত আছে। ষ্টেসনের পশ্চিমে প্রায় সার্দ্ধ ক্রোশ ব্যবহিত জয়পুরে আমলা উকীলাদির বাসা, সুতরাং রেলওয়ে পার না হইয়া যাওয়ার আর অন্য উপায় নাই। ঐ ষ্টেশনের নিকট হইয়া যে রাস্তায় লোক যাতায়াত করিত পুলিশ পাহারা দ্বারা রেলওয়ের কার্য্যকারকগণ তাহা বন্ধ করিয়াছেন। সুবিধাজনক কোন গেট না থাকাতে ষ্টেসন ঘুরিয়া (প্রায় এক ক্রোশ) পদ্মার তীর দিয়া যাতায়াত করা গতিকে সাধারণতঃ সাধারণেরই কষ্ট হইতেছে। রেলওয়ে কার্য্যকারকদের সমীপে ভূয়২ প্রার্থনা করা হইতেছে যে তাহারা একটা গেট করিয়া লোকের কষ্ট দূর করুন, কিন্তু প্রভুরা তাহাতে দৃক্‌পাতও করেন না। এক্ষণ স্থানীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত মেঃ ডেবিস সাহেবের সকাশে আমরা সানুনয়ে প্রার্থনা করি যে, তিনি স্বয়ং এ বিষয়ে একটু কৃপা কটাক্ষ করুন। পদ্মাদেবী ক্রমে গোয়ালন্দকে ভাঙ্গিয়া লণ্ড ভণ্ড করাতে পদ্মার পশ্চিম তীরে গবর্ণমেণ্টের নূতন বাজার সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে বাজারে, চর পাড়া লোক দিগের সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু যাত্রী বৃন্দের ত কথাই নাই, গোয়ালন্দ জয়পুরস্থ আমলা উকীল প্রভৃতি ভদ্র লোকগণের ভৃত্যদিগের চাউল চিড়ে গেঁটে বাঁধিয়া বাজার করিতে যাইতে হয়। পাংশা ষ্টেসনের মোতালক পাট্টারখুলী মোকর্দ্দমার ৪ জন আসামী মাত্র সেসন আদালত কর্ত্তৃক শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে; অবশিষ্ট আসামীগণ মুক্তি লাভ করিয়াছে। পুলিশের প্রেরিত শস্যের রিপোর্ট ভালই দৃষ্ট হইতেছে। এ স্থানে এক্ষণ আমনের নূতন চাউল টাকায় ১৬। ১৭ সের হিসাবে বিক্রয় হইতেছে, কিন্তু দরকারী তরকারী গুলা নিয়তই অগ্নিমূল্য।

উলাগ্রামবাসী—এই বীরনগর অর্থাৎ উলাগ্রামে পোষ্টাফিস সংস্থাপিত হইয়া দশ বৎসর পর্য্যন্ত ইহার কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইয়া গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ লাভ হইতেছে। সম্প্রতি মৃত বাবু কৃষ্ণ কিশর ঘোষ মহাশয়ের জমিদারি আদি সম্পত্তির ম্যানেজার হইয়া এক জন শ্বেত পুরুষ জমিদারির সদর কাছারি আড়ংঘাটা নামক গ্রামে আসিয়া অবস্থিতি করিয়াছেন। তিনি নদীয়া ডিবিজানের পোষ্টেল ইনেস্পেকটর বাহাদুরের এক জাতীয় এবং পূর্ব্বাত্মীয়তাও থাকিতে পারে। তাঁহার দ্বারায় ঐ আড়ংখাটা মোকামে একটি পোষ্টাফিস স্থাপনা করিবার যোগাড় করিয়াছেন। ঐ আফিসের ব্যয় এই বীরনগরের পোষ্টাফিসের আয় হইতে নির্ব্বাহ হইবেক। বীরনগর পোষ্টাফিসে-পোষ্টমাষ্টার নাম উল্লেখে ৯৲ টাকা বেতনে একজন সামান্য লোক ও এক জন পিয়ন ও একটি বাক্স মাত্র থাকিবেক। ঐ এক জন পিয়নে অত্রগ্রাম সহ প্রায় ৩৪ খানি গ্রামের চিট বণ্টনাদি করিবেক। অত্রাবস্থায় কার্য্যের প্রতুল ও এখানকার লোকের উপকার যে প্রকার হইবার সম্ভব তাহার আর বিশেষ পরিচয় দিতে হইবেক না। মহাশয় আড়ংঘাটা গ্রাম অতি সামান্য। তথায় এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কএক খানি গ্রামে আদৌ ভদ্র লোকের বাস নাই, সামান্য চাষী লোকের বসতি মাত্র। ঐ স্থান হইতে মাসে জোর ১০। ১৫ খানি চিঠি গতায়াত হইয়া থাকে। অতএব কেবল এক জন শ্বেত পুরুষের সাহায্যের জন্য এই গণ্ডগ্রাম হইতে পোষ্টাফিসটি উঠিয়া আড়ংঘাটায় যায় ও এখানকার আয় হইতে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ হয় ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। পোষ্টাফিশের কর্ত্তৃপক্ষগণ অনুগ্রহ করিয়া এই ঘোর অন্যায়াচরণের প্রতি এক বার দৃষ্টি নিক্ষপ করিবেন।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুয্যের গলি ২ নং বাটি হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে ... দ্বারা প্রকাশিত হয়।